ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 November, 2020 ■ আগরতলা, ৫ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৯ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ট্রাম্প পিছনে, এগিয়ে বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর।। আগামী ৪ বছর হোয়াইট হাউস কার দখলে থাকবে, তার আভাস মিলতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতায় কার্যত সমানে সমানে টক্কর চলছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের মধ্যে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের হিসেব অনুযায়ী বাইডেন এগিয়ে ২৪৮টি ইলেক্টরাল ভোটে। ট্রাম্পের পক্ষে ২১৪।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেন এখনও পর্যন্ত জিতেছেন নিউ মেক্সিকো, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, ভারমন্ট, কানেক্টিকাট, ডেলাওয়ার ও কলোরাডোতে। হাওয়াই, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইলিনয়েসের মতো রাজ্যেও ডেমোক্র্যাটদের জয় হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।

এখনও পর্যন্ত যত দূর ভোট

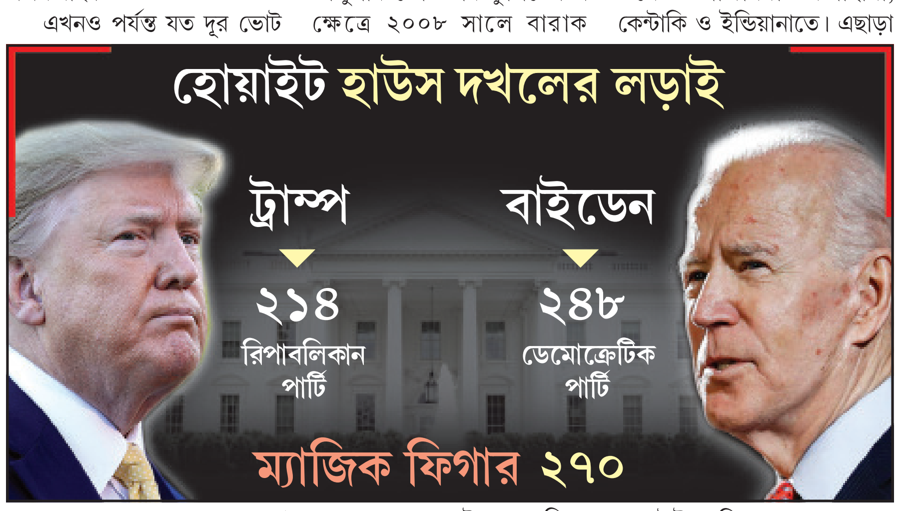

গণনা হয়েছে তাতে নতুন রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছেন ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন। আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ 'পপুলার ভোট'তাঁর ঝুলিতে। এ ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে বারাক ওবামার প্রাপ্ত ভোটকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। প্রতিপক্ষ রিপাবলিকানরা জিতেছেন সাউথ ক্যারোলিনা, আলাবামা, নর্থ ডাকোটা, আরকানসাস, টেনিসি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ওকলাহামা, কেন্টাকি ও ইন্ডিয়ানাতে। এছাড়া এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। আইওয়ার ৩টি ইলেক্টরাল ভোটও গিয়েছে ট্রাম্পের পক্ষে।

যদিও এ দিন ফল ঘোষণা শুরুর দিকে ট্রাম্প টুইটারে লিখেছেন, 'সারা দেশেই সত্যিই খুব ভাল ভাবে এগোচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ'। তবে অনেক জায়গাতেই নির্ধারিত সময়ের পরেও ভোট নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, ওই ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক। তাই ভোটদান প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। যদিও পাল্টা হিসেবে বাইডেন শিবিরও জানিয়ে দিয়েছে, তাঁরাও আদালতে লড়াইয়ে প্রস্তুত।

তবে অনেক জায়গাতেই নির্ধারিত সময়ের পরেও ভোট নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, ওই ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক। তাই ভোটদান প্রক্রিয়া স্থগিতের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকার বিয়ে ভাঙল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। প্রশাসনের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নাবালিকা বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ধলাই জেলার কমলপুরের রাজনগর এলাকায় এক নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তার পরিবারের লোকজনরা।

ঘটনার খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে হানা দেয়। শেষ পর্যন্ত চাইল্ড লাইনের তৎপরতায় নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়া আইনগতভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নাবালিকা টি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ে দিতে তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়। চাইল্ড লাইন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সেই পরামর্শ মেনে নেয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন রা।

ফলে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ হয়। উল্লেখ্য এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা এ ধরনের নাবালিকা বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও চিন

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ফের কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও চিন। দুই দেশের মধ্যে ৬ নভেম্বর, শুক্রবার এই অতি

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। ভারতের সীমান্তের মধ্যে থাকা চুথুল- মালডোতে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। লাদাখ সীমান্ত বিবাদ সমাধানের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে অষ্টমবারের জন্য দুই দেশের দুই দেশের কমান্ডাররা বৈঠকে বসবেন।

ভারতের কাছে চিনের তরফে দাবি করা হয়েছিল যে এই বৈঠক আগামী রবিবার অর্থাৎ ৮ নভেম্বর আয়োজন করা হোক। কিন্তু ভারতের তরফে জানানো হয়েছে এই বৈঠক হবে ৬ নভেম্বর। বৈঠকে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন পিজিকে মেনন। এর আগের বৈঠকে দুই দেশ একে অন্যকে সমাধান সূত্র বের করার জন্য রোডম্যাপ প্রদান করেছিল। তা নিয়ে দুই দেশের শীর্ষ কর্তারা নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। তার আগের বৈঠক অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর হওয়া ষষ্ঠ দফায় বৈঠকে চিনকে চাপে রাখার জন্য সেনা এবং বিদেশমন্ত্রক মিলিয়ে ১২ জনের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল ভারত। সেই বৈঠকে ভারতীয় সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে ছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার টাকা ছিনতাই, ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের ৫ নম্বর রামনগর এলাকায় এক বৃদ্ধা মহিলার পেনশনের টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশের ধারণা। উল্লেখ্য গত পরশু রামনগর এলাকার এক বৃদ্ধা ব্যাংক থেকে পেনশনের টাকা তুলে বাড়িতে যান। বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজা খুলতে চেষ্টা করলে দুই যুবক তার পেছন দিকে গিয়ে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। মহিলা চিৎকার করলো ওই সময় তাদেরকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিল্লায় পাচারকালে কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। গোমতী জেলার কিল্লা এলাকা থেকে বনদপ্তর এর কর্মীরা প্রচুর পরিমাণ উদ্ধার করেছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কিল্লার বনদপ্তর এর কর্মীরা গোপন সূত্রে খবর পান ওই এলাকায় পাচারকারীরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তর এর কর্মীরা কাঠ পাচারকারীদের আটক করার জন্য ওত পেতে বসে থাকেন। কাঠ পাচারকারীরা যখন কাঠ পাচারের চেষ্টা করছিল তখনই বনদপ্তর এর কর্মীরা হানা দেন।

বনদপ্তর কর্মীদের দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা কাঠ ফেলে পালিয়ে যায়। বনদপ্তর এর কর্মীরা ওই সব ফেলে যাওয়া কাঠ উদ্ধার করে। তবে পাচারকারীদের জালে তুলতে সক্ষম হয়নি বনদপ্তর এর কর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে কিল্লা সহ পার্শবর্তী এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রতিনিয়ত কাঠ গাছের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করা হচ্ছে।

বনদস্যুদের ঠেকাতে বনদপ্তর কর্মীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও তাদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ সশস্ত্র হামলায় গুরুতর আহত পিতা-পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর ৪ নভেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর এর দক্ষিণপাড়ায় প্রতিবেশীদের সঙ্গবদ্ধ হামলায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে পিতা-পুত্র। আহত পিতা পুত্রের নাম বাচ্চু মিয়া এবং আসুক মিয়া। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশী নাকি মিয়ার সঙ্গে মাত্র দেড় হাজার টাকার লেনদেন নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত। লেনদেন নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত শেষপর্যন্ত রক্তপাতে পরিণত হয়। নায়ক মিয়া এবং তার পুত্র সংঘবদ্ধভাবে বাচ্চু মিয়াএবং তার পুত্রের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পিতাপুত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। প্রতিবেশীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে বক্সনগর থানায় অভিযুক্তদের নামধাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। গ্রেপ্তার এড়াতে অভিযুক্তরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে খবর।

১৫ দিন যাবত কাঞ্চনপুরে ইউবিআই ব্যাঙ্কের পরিষেবা শিকেয়, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। দীর্ঘ প্রায় ১৫ দিন ধরে কাঞ্চনপুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পরিষেবা এক প্রকার মুখ থুবড়ে পড়েছে। এতে করে হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে গ্রহকদের।

মানুষ তার জমানো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সময় মতো তুলে নিতে পারছে না। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিক সকলে হয়রানির শিকার হচ্ছে। স্বল্প সংখ্যক কর্মী দিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ চলছে। ফলে ভাতা প্রাপকরা ব্যাঙ্কে এসেও সঠিক সময়ে ভাতার টাকা তুলতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার কাঞ্চনপুর এলাকার সচেতন নাগরিকরা সম্মিলিত ভাবে কাঞ্চনপুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজারের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু ডেপুটি ম্যানেজারের সচেতন নাগরিকদের প্রশ্নের সদোত্তর প্রদানে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময় সচেতন নাগরিকরা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন। ম্যানেজার আশ্বাস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশম পড়ুয়া নাবালকের সাথে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মঘাতী অষ্টম শ্রেণির নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ নভেম্বর।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে নিজ ঘরেই আত্মঘাতী হয়েছে নাবালিকা। পুলিশ তার মৃতদেহের পাশে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে।

আত্মঘাতী নাবালিকাকে সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রামের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল আলিমের কনিষ্ঠ কন্যা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সকালে ঘরের ভেতরে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রতারণা সহ্য করতে না পেরে তাদের মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, দশম পড়ুয়া এক নাবালকের সাথে ওই নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে তাদের ওই সম্পর্ক সকলে সহজভাবেই নিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে ওই নাবালিকা একটি সুইসাইড নোট লিখে রেখে গেছে। তাতে বাবা-মা ও ভাই-বোনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি তার প্রেমিকের প্রচণ্ড ভালোবাসার বর্ণনা দিয়েছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে ওই সুইসাইড নোটে উল্লেখ রয়েছে।

বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এদিনই তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। ওই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় গুরুতর ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ফের যান দুর্ঘটনা তেলিয়ামুড়া-খোয়াই জাতীয় সড়কে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহর ছড়া এলাকায়। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ছোট বড়ো সড়ক দুর্ঘটনার খবর রয়েছেই শিরোনামের পাতায়।

বুধবার আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া - খোয়াই জাতীয় সড়কের উপর অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহর ছড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় এক যুবক সহ তার মা। আহত যুবকের নাম ইন্দ্রজিৎ কপালি, বয়স ৩১ বছর। অন্যদিকে ইন্দ্রজিৎ এর মা ও

গুরুতর আহত হয়। বাড়ি খোয়াই পহরমুড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ বুধবার সকাল আনুমানিক ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ একটি অল্টু গাড়ি তীব্র বেগে খোয়াই পহরমুড়া থেকে তেলিয়ামুড়া দিকে যাত্রী নিয়ে আসার পথে ভারী বর্ষণের ফলে দিশেহারা হয়ে অন্যদিকে একটি বাস গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে আল্টু গাড়িতে থাকা যাত্রীরা আহত হয়। পরে আল্টু গাড়িতে থাকা গুরুতর আহত যুবকের বড় ভাই তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই দুর্ঘটনার পর অলটো গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, পরে এলাকাবাসীরা গাড়ি দুটি আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেয় কিন্তু চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় গৃহবধূর আত্মহত্যার চেষ্টা বিষপানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ নভেম্বর।। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটাকাটি থেকে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশ গড়িয়া এলাকায়। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশ গড়িয়া এলাকার বাসিন্দা অমৃত দাসের স্ত্রী শিল্পী দাস বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

যদিও অমিতের বড় ভাইয়ের ছেলে হঠাৎ দেখতে পায় শিল্পী কি যেন খাচ্ছে। তা প্রত্যক্ষ করে বাড়ির বড়োদের জানালে শিল্পীর শশুর শিল্পীর হাত থেকে কীটনাশকের কৌটা মাটিতে ফেলে দেয়। এবং তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে।

চাহিদা অনেক, যোগান কম হওয়ায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে মোম

আগরতলা, ৪ নভেম্বর (হি.স.)।। আর কিছু দিন পর ত্রিপুরা সহ সমগ্র

দেশ আলোর উৎসব দীপাবলিতে মেতে উঠবে। সেই উৎসবে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দিতে মোমবাতি তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে। কিন্তু, চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় মোমবাতির চড়া দামের ছ্যাঁকা লাগবেই, তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই।

স্থানীয় মোমবাতি প্রস্তুতকারক সুজন ব্যানার্জির কথায়, লকডাউনে অনেক কারখানায় উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটেছে। তেমনি কিছু কারখানা লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচুর শ্রমিক এখনও সঠিকভাবে কাজে যোগ দেননি। স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেবেই।

তিনি বলেন, এ বছর মোমবাতির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর দাবি, লকডাউনের দরুন অনেকেই মোমবাতি কিনে মজুত রাখেননি। ফলে এখন সকলেই একত্রে মোমবাতি চাইছে। তাতে যোগান দেওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর দাবি, পাইকারি বাজারে সঠিক মূল্যে মোমবাতি বিক্রি করা হচ্ছে। তাতে, কোনও মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু, খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদেরকে বেশি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩০ ▫ ৫ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৯ কার্ত্তিক ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দুশ্চিন্তা

দীর্ঘ নয় মাসের করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারন করিয়াছে। আর্থিক করুণ দশা নিয়ে অর্থনৈতিক পণ্ডিতরাও রীতিমতো দুশ্চিন্তায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য দেশের সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরিয়া যেসব পুঁজিবাদীরা অর্থের মজুদ ভান্ডার গরিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের মজুদ ভান্ডার হইতে কিছু অর্থ দেশের আর্থিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা সময়োপযোগী। এই ধরনের পদক্ষেপ দেশ ও দেশবাসীর জন্য যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিতে পারে ।অর্থনীতির পণ্ডিতরা বলিতেছিলেন, এই বার বলিলেন পোপও। ক্যাথলিক বিশ্বের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের সাম্প্রতিক বাণীতে অভিবাসন, বর্ণবাদের পাশাপাশি উঠিয়া আসিয়াছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক অসাম্যের প্রসঙ্গ। পোপ মন্তব্য করিয়াছেন, অতিমারির ন্যায় সঙ্কটকালে বাজার অর্থনীতি অভ্রান্ত বিপত্তারণ না-ও হইতে পারে। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারও অবিসংবাদিত নহে। বরং কোন উপায়ে কিছু মানুষের কুক্ষিগত সম্পদকে সমষ্টির কল্যাণ ও সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়, তাহাই বিচার্য বলিয়া মত দিয়াছেন পোপ ফ্রান্সিস। কথাটির মধ্যে কেহ সমাজতন্ত্রের সুর শুনিতে পারেন। কোভিডধ্বস্ত অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামলাইতে নাভিশ্বাস উঠিয়া যাওয়া প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে মাঝেমধ্যেই 'প্যানডেমিক সোশ্যালিজম'-এর কথা শোনা যাইতেছে। সেই আবহে পোপের উক্তিকে 'ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত মন্তব্য' বলিয়া সরাইয়া রাখিবার জো নাই।

বহু দশক পরে সমাজতন্ত্র ফের ফ্যাশন হইয়াছে বিশেষত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা অর্থনীতির বেগতিক বুঝিয়া 'বিপ্লবী' হইয়া উঠিয়াছেন বামাচারীরা হয়তো আনন্দে দুই গাল ভাত বেশি খাইবেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ বলিয়াছেন, অতিমারি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উন্নয়নের মডেলের ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া দিয়াছে, অতিমারির ন্যায় সঙ্কটকালে জীবিকা আয় ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনও বিলাসিতা নহে, জরুরি প্রয়োজনীয়তা। মাকরঁ বলিয়াছেন, কিছু পণ্য ও পরিষেবাকে বাজারের নিয়ম-নিগড়ের বাহিরেও ভাবা উচিত। অবশ্য, কার্ল মার্ক নহেন, এই পরিস্থিতিতে কার্যক্ষেত্রে ফের আরাধ্য হইয়াছেন জন মেনার্ড কেন্‌স। জার্মানি ৩৫৬ বিলিয়ন ইউরোর প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে, তাহা দেশের জিডিপি-র ১০ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়া দেশের সমস্ত সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীদের ৮০ শতাংশ অবধি মজুরি সরকার দিবে, ঘোষণা করিয়াছে ব্রিটেন। বার্ষিক ৭৫ হাজার ডলার অপেক্ষা কম উপার্জনকারী প্রত্যেককে ১২০০ ডলার করিয়া দিতেছে আমেরিকা। অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ও জীবন-জীবিকার উদ্ধারে নাগরিকের হাতে অর্থ দান, ডুবন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সাহায্য, প্রয়োজনে আংশিক জাতীয়করণের নীতি বাম ভাবাপন্নরা বলিবেন, এ সকলই উদারবাদী সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি।

উৎসাহের আতিশয্যে ধনতন্ত্রের শোক-সংবাদ পাঠ করিয়া ফেলিলে অবশ্য মুশকিল। সত্যই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করিবার মতো টাকা রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে না অর্থনৈতিক অকুশলতা সেই উদ্বৃত্তের সংস্থান করিতেই দিবে না। আসলে যে দাবিটি উঠিতেছে, তাহা বন্টনের ন্যায্যতার দাবি। তাহার জন্য উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই। দরকার আসলে দায়িত্বশীল পুঁজিবাদের, যেখানে মুনাফার তুলনায় ক্ষুদ্রতর অংশ যাইবে পুঁজির মালিকের হাতে। ধনতন্ত্রকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রর হাতে উৎপাদনের অধিকার তুলিয়া দিয়া ব্যবস্থাটির কুশলতা নষ্ট করিবার মধ্যে নহে, বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল করিবার মাধ্যমেই নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

কোভিডেও ভোটের বাজার গরম

সুতীর্থ চক্রবর্তী

কোভিড পরিস্থিতিতে যখন ভোট, তখন মনে হয়েছিল, এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বিহার বিধানসভা ভোটে বুঝি সেরকম হাওয়া উঠবে না। কিন্তু ভোটের দিন যত এগিয়ে এল, তত ধারণাটা ভাঙল। প্রচার শুরু হতে, সে পাটনাই হোক বা প্রিন্সটন, কোভিড আতঙ্ক উধাও। বিহারে তো ভোটের র‍্যালিতে মাস্কের বালাই নেই। এমনকী, আমেরিকার ক্ষেত্রেও দেখলাম কোভিড থেকে উঠে প্রচারে বেরিয়েই মুখের মাস্ক জনতার দিকে ছুড়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কোভিড পরিস্থিতিতেও যে ভোটের হাওয়া এত উত্তপ্ত হতে পারে, তা রাজনৈতিক মহল আগাম আন্দজ করতেই পারেনি।

হাওয়া উঠবে আন্দাজ করতে পারেননি এই দুই ভোটের কুশীলবরাও। জো বাইডেনকে প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়ায লড়াইটাকে সহ ধরে নিয়েছিলেন ট্রাম্প। দু-দু'বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেও, শহরতলির ট্রেনযাত্রোতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ও সাদামাঠা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত লো প্রোফাইল বাইডেন ক্যারিশমায় ট্রাম্পের ধারে কাছে নেই। যে ট্রাম্প গতবার হিলারি ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে দিয়েছেন, তিনি যে বাইডেনকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে করবেন না, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কোভিড পরিস্থিতিতে কার্যত বিনা প্রচারেই দ্বিতীয়বারের জন্য হোয়াইট হাউসের মসনদ সুনিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু প্রচার শুরু হতে দেখা গেল, বাইডেনের যে সভায় শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে মাত্র হাজার আসন রাখা হয়েছে, সেখানে হাজির ৩০ হাজার শ্রোতা। লড়াই এতটা কঠিন না হলে কি আর ট্রাম্প তারদিনেই কোভিড হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন? আমেননি নিবনা প্রচারের নীতীশ কুমার ফের পাটনার তখতে বসার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কে ভেবেছিল কোভিড উপেক্ষা করে এইভাবে তেজস্বীর সভায় জনপ্লাবন ঘটবে? তেজস্বী নিজেও ভাবননি। এই জনসমর্থনে বিন্দুমাত্র আন্দাজ যদি তিনি আগে পেতেন, তাহলে জোট কংগ্রেসকে ৭০টা আসন ছাড়তেন না। কংগ্রেসকে ৭০টি আসন ছাড়া যে তেজস্বীর মস্ত বড় ভুল তা এখন টের পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো শুধু এই কারণেই আবার বাজি মেরে দেবেন বর্ষীয়ান নীতীশ। বিহারের বর্তমান রাজনৈতিকর শক্তির বিন্যাস কংগ্রেসের যে ৭০ টি আসনে লড়ার কোনও ক্ষমতাই নেই, তা আরও বোঝা যাচ্ছে প্রচারের এই উত্তপ্ত ময়দান ছেড়ে রাহুল গান্ধীর শিমলায় ছুটি কাটাতে যাওয়া দেখে।

অতীতে সাংবাদিক হিসাবে আমেরিকা ও বিহারের ভোট দেখার সুযোগ ও সৌভাদ্য আমার হয়েছে। দু'ক্ষেত্রেই যে ভোটের প্রাচার অত্যন্ত বর্ণময় ও উত্তজনাপূর্ণ হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাম শাসনের যে সময় এই রাজ্যে নিস্তরঙ্গ ভোট হত, তখন একাধিকবার পার্শ্ববর্তী বিহারে গিয়ে ভোটের আঁচ পোহানোর অবিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ২০০৮ সালে আমেরিকায় বারাক ও বামার ঐতিহাসিক নির্বাচন কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। যে কোনও ভোটের ক্ষেত্রই প্রার্থীদের সভার চেহারা ফলের আগাম আন্দাজ দিয়ে দেয়। বিহার ২০০৫ সালের যে ভোটে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রচার চলাকালীন নীতীশ কুমারের বিশাল বিশাল সভাই ফলের ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছিল। ওই বছর দু'বার বিধানসভা ভোট হয়েছিল বিহারে। প্রথমবার ফেব্রুয়ারির ভোটে ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় কেউ সরকার গড়তে পারেনি। পরে অক্টোবর-নভেম্বরের ভোটে নীতীশের নেতৃত্বে এনডিএ সুস্পষ্ট পরিবর্তন আনল বিহারের রাজনীতিতে। ২০০৮ সালে আমেরিকার ভোটে ওবামার স্লোগানই ছিল পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তনের ব্যাপ্তি অনেক বড় ছিল। কারণ ওবামাই ২৫০ বছরের মার্কিন গণতন্ত্রে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট।

আদৌ একজন কৃষ্ণাঙ্গকে মার্কিনিরা প্রেসিডেন্ট পদে বসাবে কি না, সেটাই ছিল ২০০৮ সালের প্রধান ইস্যু। মার্কিন অর্থনীতিতে তখন বয়াবহ আর্থিক মন্দা নেমে এসেছে। পিঙ্ক স্লিপ -এর আতঙ্ক ঘরে ঘরে। রাস্তার দু'পাশে যত সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখছি, তার অধিকাংশের উঠোনে ব্যাঙ্ক যখন চাকরি হারানোর আতঙ্কে মরছে, তখন জুনিয়র বুশ সরকারি কোষাগার থেকে টাকা ঢেলে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্ক মালিকদের বলে আউট -এর ব্যবস্থা করছেন। বারাক ওবামা এই আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন । গরিব মানুষকে স্বাস্থ্যবিমা করিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন। বেকারদের চাকরির কথা বলছিলেন। তাতে মিলছিল বিপুল সানা। বুশের দল রিপাবলিকান পার্টি শুধু সাদা কালো মেরুকরণের চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওবামাকে বলা হচ্ছিল, কমিউনিস্ট জঙ্গি। ঠিক যে ভাষায় কয়েক দিন আগে গাবইডেনকে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন ট্রাম্প। ওবামার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের সাদা কালো মেরুকরণের তাস কাজ করেনি। ওবামার আর্থিক ইস্যু বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল মানুষের কাছে। ভোটের একদম শেষ পর্বে ওবামার হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন তাঁর ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সতীর্থ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। সেবার অন্যতম ব্যাটেলগ্রাউন্ড তথা টপসিটার্ভি রাজ্য ছিল ফ্লোরিডা। আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের মধ্যে দুই দলের স্পষ্ট ভাগাভাগি রয়েছে। যেমন নিউইয়র্ক নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি যেখানে অভিবাসী ও কৃষ্ণাঙ্গদের ভিড় ঐতিহাসিকভাবে বেশি সেগুলি চিরচরিতভাবে ডেমোক্র্যাটি তথা নীল রাজ্য। আবার মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেসব রাজ্যে রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গরা মূলত বাস করে, সেগুলি বরাবর রিপাবলিকান তথা লাল রাজ্য। এসব লাল ও নীল রাজ্যে ভোটের কোনও প্রচার হয় না। কারণ এখানকার ফল কী হবে, সবাই জানে। লাল নীলের বাইরে থাকে ব্যাটেল গ্রাউন্ড রাজ্য। ভোটের লড়াই যেহেতু শুধু এই রাজ্যগুলিতে, তাই প্রচারও হয় শুধু এইসব রাজ্যে। আমেরিকায় ভোটের প্রচারদেখতে গেলে তাই শুধু ঘুরতে হবে ব্যাটেল গ্রাউন্ড রাজ্যগুলিতেয। মনে আছে, ফ্লোরিডায় মধ্যরাতে ওবামা ও ক্লিনটনের সেই সভায় গিয়ে নিশ্চিত হলাম বোটের ফলের বিষয়।

ট্রাম্পের মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার মেরুকরণ ঘটিয়ে ফের তাঁকে জেতাবে, না কি বাইডেনের কোভিড তিরে তিনি এবার পরাস্ত হবেন, তা জানতে আর কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে জনতার উচ্ছ্বাস যদি কিছু ইঙ্গিত করে, তাহলে সাদামাঠা বাইডেনের জয় নিশ্চত। বাইডেন জিতলে সুদৃঢ় পাটনায় বসেও কপালে চিন্তার ভাঁজ কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থতা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সংকট। নিজের প্রচারকে শুধু এই দুই ইস্যুতে সীমাবদ্ধ রেখে ভাল সাড়া পাচ্ছেন তেজস্বী। যে তেজস্বীকে প্রচারের শুরুতে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছিল না, সেই তেজস্বীর সভার ভিড় দেখে এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও নীতীশ কুমার ভোটারদেরকাছে আহ্বান করছেন বিহারে ফের জঙ্গলরাজ ফেরাবেন না। বিহারের ফল আপাতত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোটের ফলের মতোই অনিশ্চত। আমেরিকায় জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় কে কতগুলি ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট জিতেছে, তার উপর। প্রতিটি রাজ্যের নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্টোরাল কলেজ থাকে। সেটা নির্ভর করে ওই রাজ্যের জনসংখ্যার উপর। প্রতিটি মার্কিন ভোটারই তার পছন্দের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট পেলেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না। হিলারি ক্লিনটন ১৬ লক্ষ বেশি ভোট পেয়েছিলেন, কিন্তু ট্রাম্প বেশি রাজ্যে জিতে বেশি ইলেক্টোরাল ভোট জিতে যান। যে রাজ্যে যিনি জেতেন সেই রাজ্যের সব ইলেক্টোরাল কলেঝের ভোট তাঁর পকেটে ঢোকে। মোট ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট ৫৩৮টা। ফলে ২৭০ টি ইলেক্টোরাল কলেজের বুড়ি আগে যিনি ছোঁবেন, তিনিই জিতবেন। আমেরিকার একেবারে পশ্চিমের রাজ্য হাওয়াই দ্বীপে যখন ভোট শেষ হবে, তখন পূর্ব উপকূল ও মধ্য আমেরিকার অধিকাংশ রাজ্যে ভোট গোনা হয়ে যাবে। হাওয়াই দ্বীপে যখন সন্ধ্যা ছ'টায় ভোট শেষ হল, তখন ওয়াশিংটনে রাত এগারোটা অধীর আগ্রহে আমেরিকা টিভির দিকে তাকিয়ে। রাজ্যে রাজ্যে ভোটের ফল ঘোষণা শুরুর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওবামা পেরিয়ে গেলেন ২৭০ -এর মাইলস্টোন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওই শীতের রাতে শিকাগো গ্রান্ট পার্কে ওবামার বিজয় সমাবেশ শুরু হল। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওই জয় ইতিহাস হয়ে আছে। এবার মধ্যরাতের বিজয় সমাবেশ যেখানেই হোক, ফ্লোরিডা বা ডেলাওয়্যার তার স্থান ইতিহাসে যাবে না। কিন্তু ভোটে কোভিডের অভিঘাতের প্রেক্ষিতে দুনিয়ায সঙ্গে সঙ্গে ফল নিযে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যাবে। আগামী এক বছরের মধ্যে কোভিডের পটভূমিতে যেখানে যেখানে ভোট, সেখানে সেখানেই কিন্তু প্রাসঙ্গিক থাকবে আমেরিকার ফল।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

> জো বাইডেনকে প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়ায় লড়াইটাকে সহজ ধরে নিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাদামাঠা জীবনযাত্রার অভ্যস্ত লো প্রোফাইল বাইডেন ক্যারিশমায় ট্রাম্পের ধারে কাছে নেই। কিন্তু প্রচার শুরু হতে দেখা গেল, বাইডেনের যে সভায় শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে মাত্র হাজার আসন রাখা হয়েছে, সেখানে হাজির ৩০ হাজার শ্রোতা।

''কালী পুজো কেটে যাওয়ার পর মেলার অনুমতি দেবে সরকার'': ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি স): বুধবার নবান্নে তপশিলি, বাগদি, বাউরি, মতুয়া-সহ বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তপশিলি, বাগদি, বাউরি-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু বেশ কিছু মানুষের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে করোনা পরিস্থিতিতে চলতি বছর হয়নি মেলা। যার জেরে চরম সমস্যায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পীরা। বুধবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পীদের কথা ভেবে ''কালী পুজো কেটে যাওয়ার পর মেলার অনুমতি দেবে সরকার'' ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, '' কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মেলা না হওয়ায় সঙ্কটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পীরা। এনিয়ে মমতার আশ্বাস, কালী পুজো কেটে যাওয়ার পর মেলার অনুমতি দেবে সরকার। সামাজিক দূরত্ব মেনেই তা হবে। দরকারে কয়েকটা মেলা অয়োজন করবে রাজ্য''।

পাশাপাশি কর্মসংস্থানের জন্য ২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে বাইক কিনতে সহজে ঋণের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বাইকের পিছনে থাকবে বক্স। আর তাতে শাড়ি, ফল বিক্রি উপদেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার স্নাতকোত্তর ভর্তিতে প্রবেশিকা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে স্নাতকোত্তর ভর্তির তোড়জোড়। তবে, এবার স্নাতকোত্তর ভর্তিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা না নেওয়ার কথা ভাবছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমনটাই খবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও খবর, এবার স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে চাইবেন তাদের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা না নেওয়ার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত এইবছর করোনা কঠিন পরিস্থিতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি সপ্তাহেই ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নোটিফিকেশন জারি করতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এরপরেই উত্তরবঙ্গে বেশ ঠান্ডা পড়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও হেমন্তের শুরু থেকেই শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস সত্যি করে এক রাতেই কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি নেমে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী কয়েকদিনে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রায় ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নেমে যাবে। এদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ও তামিলনাড়ু উপকূলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু রয়েছে। তার প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং উত্তর রাজস্থানে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফ্রান্সে নিরীহদের হত্যাকারীদের ভারতে সমর্থন করছে কারা

।।রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।।

এবার তো বাড়াবাড়িই বলা যেতে পারে। ভারত থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ফ্রান্সে, সরকার এবং কঠমূল্যদের মধ্যে চলতে থাকা বিবাদের প্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলিমদের একটি বর্গও ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। মুম্বই, ভোপাল, সাহারানপুর প্রভৃতি শহরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল এই যে, সন্ত্রাসীদের সমর্থনে তারা রাস্তায় নামছে। সত্যি এরা অদ্ভুত ধরনের মানুষ। ফ্রান্সে নিরীহদের হত্যা করা হচ্ছে এবং ভারতে এই ধরনের মানুষ আন্দোলন করছে, তাও আবার হত্যাকারীদের সমর্থনে। নবি মহম্মদের কার্টুন বানানো ঠিক নয়, এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক হতে পারে না। কিন্তু, নিরীহ মানুষের গলা কেটে কী জবাব দিতে হবে? ভোপালে কংগ্রেস বিধায়কের নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি মিছিল বের করা হয়েছিল, অন্যদিকে মুম্বইয়ের গলিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের পোস্টের সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা তো পরিষ্কার হত্যাকারীদের সমর্থনে তারা মিছিল বের করেছিল। কোনও সভ্য সমাজে এটা কী স্বীকার করা যায়? ভালো কথা হল, ভোপালের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে ভারত ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ফ্রান্সের পাশে রয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমনটা ইতিমধ্যেই বলেছেন। গোটা বিশ্ব জানে, ফ্রান্সের নিসে ঐতিহাসিক নতরদাম গির্জায় চাকু দিয়ে হামলা চালিয়ে ৩ জন নিরীহকে হত্যা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ঠিকই বলেছেন, ''ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। ফ্রান্সের জনগণের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা। এই মন্তব্য এটাই জানান দিচ্ছে যে, সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে কোনও ভাবেই সমঝোতা করতে নারাজ ভারত। ভারতও বিগত কয়েক বছর ধরে বারবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে। নির্মমভাবে বহু নিরীহকে হত্যা করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের ঘটনায় গোটা বিশ্ব স্তব্ধ। এখন দেখুন, ভারতে প্রদর্শনকারী অজ্ঞ মানুষজন দাবি করছেন, ভারত যেন ফ্রান্সের কাছ থেকে আধুনিক ও শক্তিশালী রাফাল বিমান আর না নেয়। ভারতের দুই শত্রু দেশ চিন ও পাকিস্তান যখন ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে, তখন এই ধরনের প্রদর্শনকারীরা উল্টোপাল্টা দাবি জানাচ্ছে। তারা আসলে পাকিস্তান ও চিনের সমর্থনে কথা বলছে। এরা দেশের চরম শত্রু। রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতে আসা নিশ্চিতভাবে আমাদের সেনা ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা। রাফাল যুদ্ধবিমান থাকা অস্ত্র, রাডার এবং অন্যান্য সেন্সর ও অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা দুর্দান্ত বলে বিবেচিত হয়। রাফাল আসার ফলে ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি আরও বেড়েই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রদর্শনকারীরা ভারতের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করছে। এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রদর্শন ছাড়া আর কী? ফ্রান্সের ঘটনার পর সন্ত্রাসবাদ খতম করার মনোভাব নিয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশ। এবারই বোঝা যাবে কোন দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় এবং কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদকে খতম করতে চায়।

ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু ফ্রান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রঁর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই ভারত-ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হয়েছে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্স গিয়েছিলেন মোদী।

তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ রুখতে ভারত ও ফ্রান্স একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক পাথরের মতো শক্ত।

উল্লেখের বিষয় হল, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ফ্রান্স ভারতের মেক-ইন-ইন্ডিয়া যোজনাকে সমর্থন করে ।অস্থিরতা সৃষ্টিকারীরা যেন বাঁচতে না পারে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যেহেতু এতটা নিবিড় সম্পর্ক তাই, ধর্মের নামে যাঁরা হিংসা ও অস্থিরতা ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ তো নিতেই হবে। এটাও দেখা দরকার যে, ভোপালের ইকবাল ময়দানে কিছু ঘন্টার মধ্যেই জড়ো হওয়া ভিড়ের আয়োজক কংগ্রেসের বিধায়ক আরিফ মাসুদকে নিজের রাজ্যের ও দেশের নেতাদের সমর্থন পেয়েছেন কি না? করোনা-পরিস্থিতিতে কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই কীভাবে এমন র্যালি বের করা সম্ভব হল? রাহুল এবং সোনিয়ার স্পষ্ট করে জানানো উচিত আরিফকে তাঁরা সমর্থন করেন কি না? মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঠিকই বলেছিলেন, মধ্যপ্রদেশ শান্তির দ্বীপ। শান্তি বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না ।এটা ঠিক যে কট্টরপন্থী মুসলমানরাই ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। অন্ধকারের বাইরে বেরোতেই চাইছে না তারা। ফ্রান্সের ঘটনা নিয়ে যারা রাস্তায় নেমেছেন, তারা কবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রদর্শন করবেন? পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া এবং কানাডায় বসবাসকারী লেখক ও চিন্তাবিদ তারিক পাতেহ ঠিকই বলেছেন। সমস্ত সমস্যা অশিক্ষিত কট্টরপন্থীদের জন্য। সকলকে তাদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং বিনাশ করতে হবে।

রাতেই আসছেন অমিত শাহ, বিজেপি-র দিনভর ব্যস্ততা আগামী দু'দিনের অনুষ্ঠানের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার রাতেই বঙ্গসফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি-র দিনভর ব্যস্ততা ছিল আগামী দু'দিনের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে।

দলের জাতীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো প্রমুখ বাঁকুড়ায় রবীন্দ্র ভবন ও বিরসা মুন্ডার মূর্তিস্থল ঘুরে দেখেন।

পুলিশের বিশেষ সূত্রে পাওয়া সফর সূচিতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লি থেকে তাঁর উড়ান ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২৫-এ। দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের সময় রাত সাড়ে আটটা। ১৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন নিউ টাউনের একটি হোটেলে। রাত কাটাবেন সেখানেই। এদিন তাঁর সরকারিভাবে কোনও বৈঠকের কথা নেই। বৃহস্পতিবার সকাল সওয়া ১০টায় দমদম থেকে রওনা হবে তাঁর হেলিকপ্টারে। বাঁকুড়া পৌঁছোবেন বেলা ১১টায়। এর পর সড়কপথে ১০ মিনিটে বিরসা মুন্ডার মূর্তিস্থল। সেখানে মাল্যদান করে রবীন্দ্র ভবনে। তিন বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে এসে একটি আদিবাসী এবং একটি উদ্বাস্তু পরিবারে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন শাহ। এ বারেও ফের আদিবাসী এবং উদ্বাস্তু পরিবারে ভোজনের কর্মসূচি রয়েছে শাহের। তবে সে বার সামনে ভোট ছিল না। শাহের তখন মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে বিজেপির সংগঠন বিস্তার। এ বারে পাখির চোখ আগামী বিধানসভা ভোট। ২০১৭ সালে শাহ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে একটি আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে মেঝেতে পাত পেড়ে বসে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলেন। এবার তিনি বাঁকুড়া ১ ব্লকের আন্ধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আদিবাসী পরিবারে যাবেন। প্রথম পর্যায়ের বৈঠক শেষে আড়াইটায় দুপুরের খাবার চতুর্দিহি গ্রামে।

এর পর ফের রবীন্দ্র ভবনে। বৈঠকশেষে সন্ধ্যায় রওনা হয়ে সাড়ে সাতটায় নিউ টাউনের হোটেলে। সেখানেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) আধিকারিকদের সঙ্গে আধ ঘন্টার প্রথম পর্যায়ের বৈঠক। শুক্রবার সকাল নটা থেকে হোটেলে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আধ ঘন্টার বৈঠক। এর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হয়ে ১০টা ৩৫-এ দক্ষিণ কলকাতায় গল্ফ ক্লাব রোডে পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীর বাড়িতে। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ইজেডসিসি। ২০১৭-তে উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের গৌরাঙ্গনগরে একটি উদ্বাস্তু পরিবারে তাঁকে খেতে দেখা গিয়েছিল। এবারেও দুপুরে খাবারের জন্য যাবেন গৌরাঙ্গনগরে একটি উদ্বাস্তু পরিবারে। এরপর নিউ টাউনে হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন সেরে ৩টে ১০-এ ফের ইজেডসিসি-তে। সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক সেরে ফের হোটেল। সেখানে ৫টা থেকে সাড়ে সাতটা বৈঠক। এর পর দমদম বিমানবন্দর। দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর কথা রাত ১০টা ২০ মিনিটে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় স্বচ্ছ ওয়ার্ড শারদ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

শিকাগোয় প্রতিষ্ঠা করা হল সুবিশাল হিন্দু কেন্দ্র

শিকাগো, ৪ নভেম্বর (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বহিন্দু পরিষদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগোর শহরতলী সুগার গ্রোভে এক সুবিশাল হিন্দু কেন্দ্রের স্থাপনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার ভারতের পারম্পরিক ও সনাতনী পদ্ধতিতে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিকাগোয় থাকা ভারতীয় দূতাবাসের কাউন্সিলর জেনারেল অমিত কুমার এবং সুগার গ্রোভ শহরের মেয়র শিন মিচেল। এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেখানে বসবাসকারী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং ভারতের সনাতনী পরম্পরাকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ২.৭ একর জমিতে ১৬ বর্গ ফুটের এই সুবিশাল হিন্দু কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। গোটা ভবনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ভবনের মধ্যেই শিশুদের জন্য বাল বিহার। কিশোর কিশোরীদের জন্য ভবনের মধ্যে রয়েছে বৈদিক গণিতশাস্ত্র বিভাগ। আত্মরক্ষার জন্য মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে এতে। এছাড়াও এই কেন্দ্র সামাজিক কাজকর্মের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এই ভবনের একটি অংশ ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হিন্দু কেন্দ্রের শুভারম্ভ উপলক্ষে বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞ করা হয়েছে। এই যজ্ঞের মুখ্য যজমান ছিলেন নীরব প্যাটেল। উপস্থিত ছিলেন বিনেশ বিরানি, হারিন্দের মঙ্গরলা, শৈলেশ রাজপুত, সঞ্জয় শাহ প্রমুখ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ মিত্তাল উপস্থিত ছিলেন। করোনা বিধি মেনেই গোটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন পূর্ব নির্ধারিত কয়েকজন ব্যাক্তিত্ব। অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় কাউন্সিলর জেনারেল অমিত কুমার জানিয়েছেন, এই কেন্দ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে হিন্দু ধর্মের বিষয়ে জানার জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবে। মেয়র শিন মিচেল জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে যোগদান রেখে গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭০ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অফ আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যের শাখা কার্যালয় রয়েছে। শিক্ষা এবং সেবা ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। পাশাপাশি হিন্দুদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য সমানভাবে সক্রিয় এই সংগঠনটি।

আসানসোলে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

আসানসোল, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : আসানসোলের হিরাপুর থানার বার্ণপুরের সাঁতা বাড়ি থেকে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার শিক্ষক বুদ্ধদেব সমাদ্দারকে(৪০) উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এদিন দুপুরে ময়নাতদন্তের পরে শিক্ষকের দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, বুদ্ধদেব হিরাপুর দক্ষিণপাড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাইমারি শিক্ষক সংগঠনের কার্যকরী সভাপতিও ছিলেন। এদিন দুপুরে তাঁর ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারনেই ওই শিক্ষক আত্মঘাতী হয়েছেন। এই ঘটনায় পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয় নি। পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তও করা হচ্ছে।

কংগ্রেস জমানাতেই মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল, সহরসার জনসভায় দাঁড়িয়ে দাবি যোগী আদিত্যনাথের

পাটনা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনে কংগ্রেসের তুলনায় বিজেপির সাফল্য যে বেশি বুধবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার বিহারের সহরসা জেলার সিমরি বকতিয়ার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, ২৬/১১ মুম্বইয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলা যখন ঘটেছিল তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল। সেই সরকারকে সমর্থন দিয়ে গিয়েছিল আরজেডি। সেই জঙ্গি হামলার কোনো প্রতিশোধ কংগ্রেস নেয়নি। অথচ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল দেশবাসী। আসলে কংগ্রেস ভয় পেয়ে গিয়েছিল।কিন্তু পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পাকিস্তানে ঢুকে সেই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস কি এমনটা করে দেখাতে পারত? দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, কংগ্রেস আমলে প্রত্যেকদিন একটি করে দুর্নীতির খবর সামনে আসত। সেই সময় দেশে প্রায় সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটত। চিন এবং পাকিস্তান সেইসময় ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যেত। কিন্তু এখন পাকিস্তান ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৭ ই নভেম্বর তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে বিহারে। ফল প্রকাশ ঘোষিত হবে ১০ নভেম্বর। পূর্ব ভারতের এই অধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটিকে দখল করতে মরিয়া কংগ্রেস-আরজেডি মহাজোট। অন্যদিকে ক্ষমতা ধরে রাখতে তৎপর বিজেপি ও জেডিইউ জোট।

বিহারে সরকার গড়বে মহাজোট, দাবি রাহুল গান্ধীর

পাটনা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): শ্রমজীবীদের দুরবস্থা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিজেপি-জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। বুধবার মাধেপুর এবং আরারিয়ার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, নীতীশ কুমারের সরকার কৃষক, শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোন কাজই করেননি। রাজ্যে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে জনগণ। ফলে পরবর্তীতে রাজ্যে সরকার গড়বে মহাজোট। নির্বাচন-উত্তর প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার। বিহারবাসী ঠিক করে নিয়েছে যে রাজ্যের ক্ষমতার সিংহাসন থেকে উপড়ে ফেলবে নীতিশের সরকারকে। এদিনের জনসভায় রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন নির্বাচনে কারসাজির জন্যই অন্য রাজ্যে হারতে হয়েছে কংগ্রেসকে।

অর্ণবকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

পাটনা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): বুধবার সকালে বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ। এর প্রতিবাদে এদিন পাটনায় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সদাকাত আশ্রমের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভকারী বিজেপি সমর্থকদের দাবি মহারাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসন চলছে। সে রাজ্যের শিবসেনা এবং কংগ্রেসের সরকার নিজের ইচ্ছামত রাজ্য চালাচ্ছে। সাংবাদিকদের ভাবনা এবং বলার অধিকার দমন করার চেষ্টা করছে। বিজেপির শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিসোটা নিয়ে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে কংগ্রেসের কর্মীরা। তারা জনসমাগমকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনে বিজেপির এই বিক্ষোভ সমাবেশকে নেতৃত্ব দেন সঞ্জীব চৌরাসিয়া। তিনি দাবি করেছেন অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারের ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এই গ্রেফতার সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলার জ্বলন্ত উদাহরণ। সর্বোপরি এটি গণতন্ত্রের ওপর হামলা। মুম্বই পুলিশ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালে বছর ৫৩র ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের আত্মঘাতী হওয়ার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে অর্ণব গোস্বামীকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ওই আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন।

অর্ণবকাণ্ড : 'উদ্ধব ঠাকরে বালাসাহেব ঠাকরের অযোগ্য সন্তান', বলেছেন নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : 'উদ্ধব ঠাকরে বালাসাহেব ঠাকরের অযোগ্য সন্তান।' বলেছেন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কেবল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে নয়, তিনি মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকেও ঠুকেছেন। বলেন, পরমবীর ভারতের সবচেয়ে কাপুরুষ পুলিশ অফিসার।

জাতীয় সেটেলাইট চেনেল রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে বুধবার হিমন্তবিশ্ব এভাবে মহারাষ্ট্র সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী জাতির আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি বালাসাহেব ঠাকরের অযোগ্য সন্তান। উদ্ধব কেবল তাঁর প্রয়াত বাবাই নন, গোটা মহারাষ্ট্র মায় ভারতবর্ষের বদনাম করেছেন। তাঁকে শিগগির নিঃশর্তে অর্ণব গোস্বামীকে মুক্তি দিয়ে দেশবাসীর প্রতি ক্ষমা চাইতে বলেছেন নেডা-র আহ্বায়ক ড় শর্মা।

এছাড়া মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকে ভারতের সবচেয়ে কাপুরুষ অফিসার বলে আখ্যা দিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব। বলেন, 'আগে শুনেছিলাম মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার একজন স্ট্রং অফিসার। কিন্তু এখন দেখছি তিনি কাপুরুষের চেয়েও অধম।' মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, আজ স্পষ্টবক্তা বরিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে একজন সন্ত্রাসবাদীর মতো একে ৪৭ রাইফেলের মুখে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তার মানে পরমবীর একজন কাপুরুষ পুলিশ অফিসার।'

বিহারের যুবসমাজকে সুযোগ দিতে পারে কেবলমাত্র এন ডি এ সরকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দেশকে আত্মনির্ভর ভারতে পরিণত করা। এর পাশাপাশি গরিবদের কল্যাণ, আইনের শাসন, তরুণ প্রজন্মের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বুধবার টুইট করে একথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আমাদের মন্ত্র হচ্ছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আর সবকা বিশ্বাস। উন্নয়নের সব থেকে বড় শত্রু হচ্ছে দুর্নীতি। এর ফলে বঞ্চিত হতে হয় দরিদ্র মানুষদের। আধার, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্ট এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে গরিবদের অধিকার নিশ্চিত করেছে এনডিএ সরকার। কালো টাকার কারবারিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন সরকারি প্রকল্পের টাকা সরাসরি গরিবদের ব্যাংক একাউন্টে পৌছে যাচ্ছে। কোনও গরিব যাতে অভুক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিহারে যারা গরিব পরিবারের জন্মেছে ও রাজ্য থেকে এসে দিল্লিতে কাজ করছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার। করোনার এই সংকটকালে গরিবদের বিনামূল্যের রেশন এবং অন্যান্য সাহায্য করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য এনডিএ সরকার যা করেছে তা আগের কোন সরকার করে দেখাতে পারেনি। খাদ্য উৎপাদন সংস্থাগুলি ছোট কৃষকদের সহায়তা করবে। শুধুমাত্র এন ডি এ সরকার কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ, পরিসর বিহারের তরুণ প্রজন্মের জন্য তৈরি করতে পারবে।

বাগুইআটিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন অমিত শাহ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে পাখির চোখ সেদিকেই। এরই মাঝে শুক্রবার কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বাগুইআটিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন অমিত শাহ। তার আগে বুধবার জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি।

বৃহস্পতিবারই বাঁকুড়ায় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেবেন অমিত সাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, সেখানেও আদিবাসী পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন তিনি। আর তারপর শুক্রবার কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। সেদিন কলকাতায় এসে বাগুইআটিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন তিনি। জানা গিয়েছে অমিত সাহর মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে থাকছে ভাত, রুটি, মুগ ডাল, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, শুক্তো, চাটনি, গুড়ের পায়েস। জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। বুধবার, বাগুইআটির যেখানে অমিত সাহ মধ্যাহ্নভোজ সারবেন সেই বাড়িতে যায় পুলিশ। সেখানে গিয়ে তাঁরা সবকিছু খতিয়ে দেখেন। পরিবারের ৬ জন থাকতে পারবেন অমিত শাহের মধ্যাহ্নভোজের সময় এমনটাই খবর সূত্রের।

পিনাক ক্ষেপণাস্ত্রের অত্যাধুনিক সংস্করণের সফল পরীক্ষা করল ডিআরডিও

ভুবেনেশ্বর, ৪ নভেম্বর (হি. স.): পিনাক ক্ষেপণাস্ত্রের অত্যাধুনিক সংস্করণের সফল পরীক্ষা করা হল ওড়িশার উপকূলে অবস্থিত চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ-এ। গোটা পরীক্ষা প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উদ্ভাবন সংস্থা ডিআরডিও। বুধবার ছটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেকটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিশ্চিত আঘাত আনতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে ডিআরডিও তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি যখন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে চলেছে তখন উড়ন্ত পরিস্থিতিতে কেমন পারফর্ম করছে তা ধরা পড়েছে টেলিমেট্রি, রাডার এবং ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ট্রাকিং সিস্টেমে। পরীক্ষা সফল হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখে আগ্রাসনের পর থেকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও অত্যাধুনিক সংস্করণ যুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে ভারত। দ্রুত নিজের সমরসজ্জা আধুনিকীকরণ করে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ার অতিশক্তিধর এই রাষ্ট্রটি।

৫ নভেম্বর থেকে মহারাষ্ট্রে খুলছে প্রেক্ষাগৃহ ও মাল্টিপ্লেক্স

মুম্বই, ৪ নভেম্বর (হি. স.): ৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে ধারণ ক্ষমতার তুলনায় ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহ এবং মাল্টিপ্লেক্সগুলি খুলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সম্মতি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। স্পর্শকাতর এলাকাগুলির বাইরে থাকা প্রেক্ষাগৃহ ও মাল্টিপ্লেক্সগুলি খুলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কয়েকটি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ এড়াতে সতর্কতার জন্য প্রেক্ষাগৃহ এবং মাল্টিপ্লেক্সের ভেতর ও বাইরে খাবারের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলির বাইরে সাঁতার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি যেগুলো রাজ্যস্তর, জাতীয়স্তরের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলি খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। ক্রমাগত প্রতিদিন বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে কার্যত ঝুঁকি নিয়েই প্রেক্ষাগৃহ এবং মাল্টিপ্লেক্স খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিরাঙের বিষপানিতে হাতির হামলায় হত এক, উত্তেজনা

বিজনি (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : চিরাং জেলার বিজনি বিষপানিতে হাতি-মানুষের সংঘাতে এক ব্যক্তির করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে শ্রীদাম মণ্ডল (৭৫) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতি-মানুষের সংঘাত রোধ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তুলে প্রতিবাদী কর্মসূচি সংগঠিত করেছে সারা বিটিআর বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটি।

জানা গেছে, চিরাং জেলার বিজনিতে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে হাতি-মানুষে সংঘাত বেজায় বেড়েছে। সংরক্ষিত মানস জাতীয় উদ্যান থেকে খাদ্যের সন্ধানে বুনো হাতির দল জনবসতি এলাকায় প্রবেশ করে ইতিমধ্যে বহু মানুষের প্রাণ হরণ করার পাশাপাশি বাসিন্দাদের আহত করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতেও জাতীয় উদ্যান থেকে বুনো হাতির এক দল বেরিয়ে এসে বিষপানির ফুলকুমারি গ্রামে হামলা করেছে। হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে কৃষক শ্রীদাম মণ্ডলের। এছাড়া বুনোহাতি দরিদ্র কৃষক মণ্ডলের বসতগৃহ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট গ্রামে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পানবাড়ি থানার পুলিশ এবং বন বিভাগের লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামের মানুষ এবং সারা বিটিআর বাঙালি যুব-ছাত্র ফেডারেশনের বিষ্ণুপুর আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তারা প্রথমে শ্রীদাম মণ্ডলের মৃতদেহ পুলিশের হাতে সমঝে দিতে রাজি হননি। তাঁরা দাবি তুলেন, ডিএফও এসে হাতি-মানুষের সংঘাত রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জঙ্গলরাজের যুবরাজকে বিশ্রামে পাঠান, দায়িত্ব দিন নীতীশ কুমারকে : জগতপ্রকাশ নাড্ডা

পাটনা, ৪ নভেম্বর (হি. স.): পূর্ব ভারতের অতিগুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহারে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জেডিইউ-বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। অন্যদিকে ক্ষমতায় আসতে সমস্ত রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস-আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট। তৃতীয় দফা ভোটগ্রহণের আগে তাই চরমপর্যায়ে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার। বুধবার বিহারের পশ্চিম চম্পারণের বেতিয়ার লোরিয়ায় জনসভা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। সভা মঞ্চ থেকে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের চূড়ান্ত আক্রমণ শানান তিনি।

তেজস্বীকে জঙ্গল রাজের যুবরাজ আখ্যা দিয়ে জগতপ্রকাশ জানিয়েছেন, জঙ্গল রাজের যুবরাজকে বিশ্রামে পাঠানো হোক। আর নীতীশকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। এদিনের বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। এর প্রভাব বিহারেও দেখা গিয়েছে। জঙ্গল রাজের নেতারা মুখোশ এটে ভালো ভালো কথা বলছেন। জঙ্গল রাজের যুবরাজ যখন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদে ছিলেন তখন বছরভর অধিবেশন কক্ষে তাকে দেখা যেত না। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন একদিনও তাকে বিধানসভার কক্ষে দেখা যায়নি। বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতি বিহারের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো। ফলে এই ধরনের লোকেদের বিশ্রামে পাঠানো উচিত। পরিশ্রমী নীতীশ কুমারকে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া উচিত। করোনাকে ভয় পেয়ে নিজেদের ঘরবন্দি করে রেখেছিলেন রাহুল এবং তেজস্বী। এখন জনসভা থেকে এরাই জিজ্ঞেস করছে সেই সময় সরকার কি করেছে। মহামারীর সময় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং বিজেপির কার্যকর্তা বিহারের জনগণকে সেবা করে গিয়েছিল। রাজ্যের নীতীশ কুমারের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মেয়েরা মাঝপথে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিত। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা মাথা উঁচু করে সাইকেলে করে স্কুলে যাচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারের তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৭ নভেম্বর। ফল প্রকাশ ১০ নভেম্বর।

অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারে জরুরিকালীন অবস্থার বিভীষিকা মনে করিয়ে দিয়েছে : অসম বিজেপি

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : যেভাবে অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে তাতে জরুরিকালীন অবস্থার বিভীষিকা মনে করিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস-শিবসেনা নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র সরকার আক্রোশবশত প্রতিহিংসার জেরে রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের ঘটনা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর আক্রমণ। ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ মহারাষ্ট্র সরকারের এই কাণ্ডকে ধিক্কারের পাশাপাশি একে নিন্দনীয় আখ্যা দিয়ে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথমসারির সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করেছে জার্নালিস্টস ফোরাম আসাম (জাফা)।

এক প্রেস বার্তায় বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস বলেছেন, 'অকাট্য যুক্তি এবং শাণিত বাগ্মিতার বলে সাংবাদিকতার নতুন ধারা সৃষ্টি করছে সমগ্র দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয় হয়েছেন অসম-গৌরব অর্ণব গোস্বামী। অসম-সন্তান, অসম-গৌরব অর্ণব গোস্বামীকে মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে গ্রেফতার করেছে তাতে প্রয়াত ইন্দির গান্ধী নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের গণকণ্ঠ সাংবাদিক-সাংবাদিকতাকে পণবন্দি করে দেশে জারিকৃত জরুরি অবস্থার বিভীষিকাময় অত্যাচারের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে।' প্রেস বার্তায় রঞ্জিত দাস আরও বলেছেন, 'অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারের ঘটনায় অন্যকে সহিষ্ণুতার পাঠ প্রদানকারী কংগ্রেস এবং তাদের মিত্রদলগুলির সহিষ্ণুতার স্বরূপ নগ্ন হয়ে গেছে।'

এদিকে প্রথিতযশা সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার এবং তাঁর ওপর শারীরিক নিগ্রহের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে ভারতের সকল সংবাদমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাফা সভাপতি রূপম বরুয়া এবং সম্পাদক নব ঠাকুরিয়া। তাঁরা মহারাষ্ট্র পুলিশের এ ধরনের গর্হিত কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

'ভারতীয় গণতন্ত্রে আজ এক কালো দিন', অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের বিরোধিতা সর্বানন্দ-হিমন্তবিশ্ব-কিরেনের

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য আজ এক কালো দিন বলে আখ্যা দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ কিরেন রিজিজু এবং নেডা-র আহ্বায়ক তথা রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার সকালে অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করার পর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুম্বাই পুলিশের হঠকারী কাণ্ডের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি মহারাষ্টের উদ্ধব ঠাকরে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ তাঁর টুইট হ্যান্ডলে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য আজকের দিন একটি কালো দিন বলে অভিহিত করেছেন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে শীঘ্র মুক্ত করার দাবি জানিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে বলেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ কিরেন রিজিজু রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের পর টুইটে লিখেছেন, 'আপনি কাউকে পছন্দ না করতে পারেন, তা বলে কীভাবে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করতে পারেন?' বলেছেন, 'মনে রাখবেন, ভারতীয়রা এ-জাতীয় কৌতূকপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে আবার লড়াই করবে।' অর্ণব গোস্বামীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'জবরদস্তি একজন সাংবাদিককে গ্রেফতারের নিন্দা জানাই।'

এদিকে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক ছয়ের পাতায়

একজন অসমিয়া হিসেবে অসম-সন্তান অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান রিপুন বরা : বিজেপি মুখপাত্র রূপম

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাতীয় সেটেলাইট চেনেল রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার এবং তাঁকে শারীরিক হেনস্তার প্রতিবাদ করে তাঁকে শীঘ্র মুক্ত করার দাবি জানাতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী। অন্যথায় অসমবাসী কংগ্রেস তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে ক্ষমা করবেন না। বলেছেন বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

বুধবার দক্ষিণ কামরূপে পলাশবাড়ির বাটরহাটে বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অর্ণব গোস্বামী কাণ্ডে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেছেন রূপম। তিনি বলেন, অর্ণব গোস্বামী অসমের সুসন্তান। তাই একজন অসম-সন্তান তথা প্রথিতযশা বরিষ্ঠ জাতীয়স্তরের সাংবাদিকের প্রতি এ ধরনের দুর্ব্যবহার ও অনৈতিক গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে নিঃশর্তে শীঘ্র মুক্তি দেওয়ার দাবি তুলুন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। অন্যথায় একজন অসমিয়া হিসেবে রিপুন বরাকে অসমের জনসাধারণ ক্ষমা করবেন না।

রূপম বলেন, আজ গণতন্ত্রকে চূড়ান্ত অপমান করেছে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-শিবসেনা জোট সরকার। কংগ্রেসের দ্বিচারিতার ব্যাখ্যা করে রূপম গোস্বামী আজকের ঘটনাকে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর বর্বর অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসের উদ্ধৃতি দিয়ে রূপমও বলেছেন, অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারের ঘটনায় অন্যকে সহিষ্ণুতার পাঠ প্রদানকারী কংগ্রেস এবং তাদের মিত্রদলগুলির সহিষ্ণুতার স্বরূপ নগ্ন হয়ে গেছে।এদিকে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

সোনাক্ষীও ফিরছেন শুটিং ফ্লোরে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে মোটামুটি পাট চুকিয়ে দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। তবে ডিজিটাল দুনিয়ায় অভিষেকের জন্য প্রস্তুত এই তারকা। খুব শিগগির সোনাক্ষী তাঁর নতুন ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু করবেন।করোনার আতঙ্ক পেছনে ফেলে নিজস্ব ছন্দে ফিরছে বলিউড। ছোট—বড় সব তারকাই শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। সোনাক্ষীও ফিরছেন শুটিং ফ্লোরে। রীমা কাগতি পরিচালিত ওয়েবসিরিজ 'ফলেন' দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়ায় আসতে যাচ্ছেন শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা সোনাক্ষী।পরিচালক রিমা কাগতির শুটিংয়ের সব কাজ চূড়ান্ত। শুটিং শিডিউলও তৈরি। এখন কেবল শুটিংয়ে নামার অপেক্ষা।ইতিমধ্যে প্রযোজনা---সংশ্লিষ্ট একটি দল শুটিং স্পটও বাছাই করেছে। আগামী বছর জানুয়ারি মাস থেকে পুরোদমে শুরু হবে শুটিং। রিমা ৩৫ জনের একটি দল প্রস্তুত করেছেন। শুটিংয়ে সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে। শুটিংয়ের আগে শুটিং দলের সব সদস্যের করোনা পরীক্ষা করা হবে।'ফলেন' ওয়েব সিরিজটি প্রযোজনা করছে এক্সেল মুভিজ ও টাইগার বেবি ফিল্মস। ক্রাইম—থ্রিলার ঘরানার এই ওয়েব সিরিজে সোনাক্ষীকে দেখা যাবে প্রতাপশালী এক পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। 'আকিরা' ছবির পর এই ধরনের গল্পই খুঁজছিলেন সোনাক্ষী। 'প্রথম আলো'কে এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছিলেন, অ্যাকশন ও থ্রিলারধর্মী ছবিতে কাজ করতে

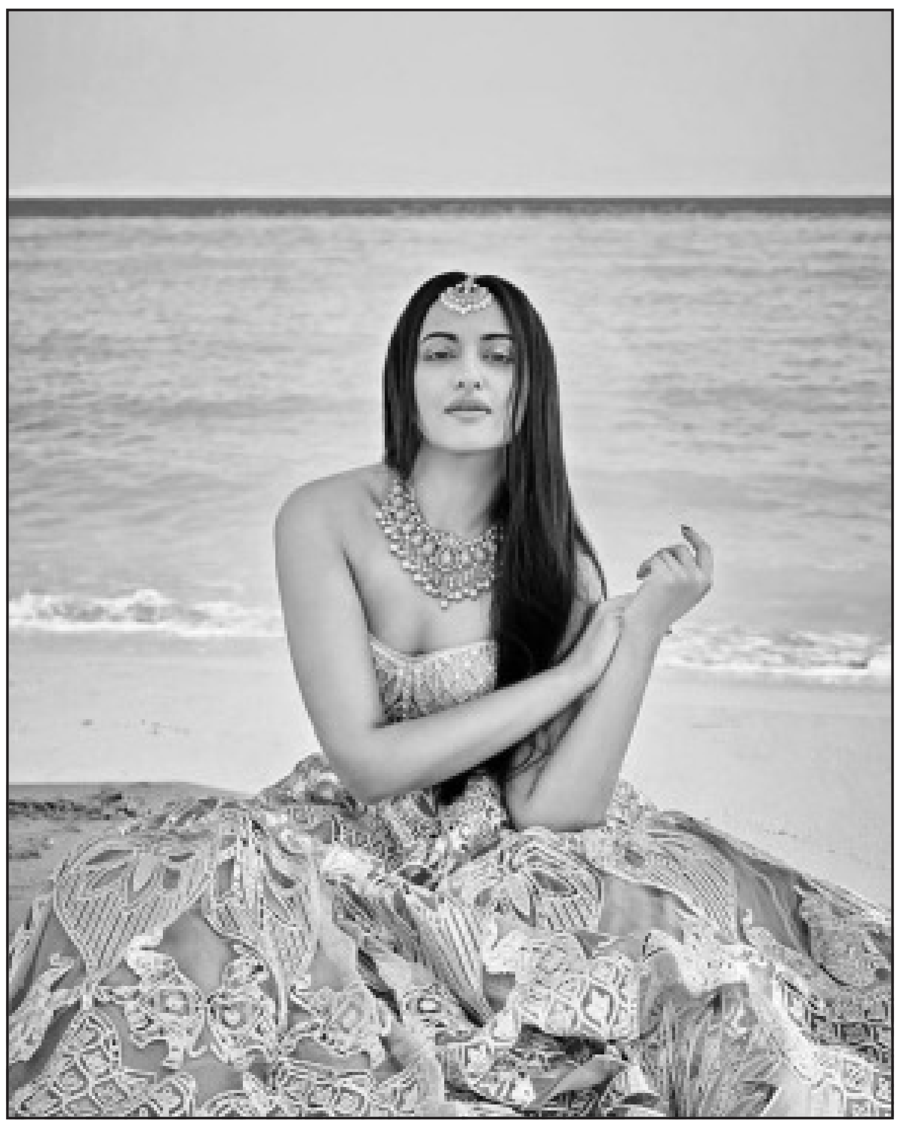

ইচ্ছুক তিনি। ওয়েব সিরিজটি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাওয়ার কথা।'দাবাং থ্রি' ছবির পর সোনাক্ষীকে 'মন মাতানো চরিত্রে' আর পর্দায় দেখা যায়নি। এ ছাড়া নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী অভিনীত 'ঘুমকেতু' ছবিতে তাঁকে অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে। অজয় দেবগনের সঙ্গে 'ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া' ছবিতে অভিনয় করেছেন সোনাক্ষী। বড় বাজেটে নির্মিত এই ছবিও বড় পর্দায় নয়, একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

সহকর্মীকে যৌন হয়রানি, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলিউড তারকা

যৌন হেনস্তার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারছে না বলিউড। আবার শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে সেখানে। নারী সহকর্মীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অভিনেতা বিজয় রাজকে। মহারাষ্ট্রের গোন্ডিয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই। তবে শর্ত সাপেক্ষে বিজয় রাজকে জামিন দেওয়া হয়েছে।গোন্ডিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতুল কুলকার্নি জানিয়েছেন, বিজয় রাজের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা হয়েছে। গোন্ডিয়ার একটি হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে 'শেরনি' নামে একটি ছবির শুটিংয়ের সময় বিজয় রাজ এক নারী কারিগরি সদস্যের শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।মধ্যপ্রদেশের ১৫০ কিলোমিটার দূরে গোন্ডিয়াতে ছিল 'শেরনি' ছবির শুটিং। সেখানে গত ২০ অক্টোবর থেকেই ছিলেন বিজয় রাজ। সেখানকার একটি হোটেলে শুটিং দলের ৫০ জন সদস্য ছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে, ৩০ বছরের এক নারী সহকর্মীকে বেশ কয়েক দিন ধরেই উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন বিজয়। তাঁরা একই হোটেলে ছিলেন এবং তিন দিন ধরে বিজয় ওই নারীকে ক্রমাগত হেনস্তা করতে থাকেন। অবশেষে গত সোমবার স্থানীয় থানায় রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই নারী।প্রায় ৫০টি বলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন বিজয় রাজ।

তিনি পরিচিত 'ওয়েলকাম', 'দিল্লি বেলি', 'ডেথ ইশকিয়া', 'মুম্বাই এক্সপ্রেস', 'বোম্বে টু গোয়া', 'কোম্পানি' ও 'মুনসুন ওয়েডিং' ছবিগুলো দিয়ে। বিজয় রাজ ছবি পরিচালনাও করেছেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'কিয়া দিল্লি কিয়া লাহোর'। ভারত থেকে অস্কারে যাওয়া আলিয়া ভাট ও রণবীর সিং অভিনীত 'গালি বয়' ছবিতে রণবীরের বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিজয় রাজ। তাঁকে দেখা যাবে সঞ্জয় লীলা বনসালি পরিচালিত 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি' ছবিতে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত কঙ্গনাকে পুলিশের তলব

বলিউড তারকা কঙ্গনা রনৌত আর বোন রঙ্গোলি চণ্ডালকে মুম্বাই পুলিশ সমন পাঠিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কঙ্গনা আর বোন রঙ্গোলির পোস্টকে ঘিরে এই বিবাদ। কিছু সংগঠন এই দুই বোনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। মুম্বাই আদালতও এই কেসের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তাই মুম্বাই পুলিশ তাঁদের সমন পাঠিয়েছে। ১০ নভেম্বরের আগে তাঁদের পুলিশ স্টেশনে হাজির থাকতে হবে।

নিউজ এজেন্সি এএনআই টুইট করে জানিয়েছে, কঙ্গনা ও রঙ্গোলি চণ্ডালকে ১০ নভেম্বরের আগে মুম্বাই পুলিশ স্টেশনে আসতে হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। তাই কঙ্গনা আর বোন রঙ্গোলিকে সমন পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের পোস্ট করতে থাকেন। কঙ্গনা ও রঙ্গোলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অভদ্র ভাষা তাঁরা প্রয়োগ করেছেন। মুম্বাই আদালত সিআরপিসির ২০২ ধারা অনুযায়ী তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। আর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট চেয়েছে।কয়েক মাস ধরে কঙ্গনা এবং মহারাষ্ট্র সরকারের মধ্যে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়েছে। এই বলিউড অভিনেত্রী মহারাষ্ট্র সরকার ও মুম্বাই পুলিশকে নানা তির্যক মন্তব্য করে আক্রমণ করেছেন। বলিউডের 'কুইন'-এর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতি উসকানির মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এর আগে কঙ্গনা ও রঙ্গোলি ভাইয়ের বিয়ের কারণ দেখিয়ে পুলিশের সামনে হাজির থাকেননি। এই দুই বোন তাঁদের আইনজীবীর মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, বাসায় তাঁদের ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। তাই তাঁরা মুম্বাই পুলিশ স্টেশনে হাজির থাকতে পারছেন না।প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে বলিউড, বিতর্ক, টুইটার বা রাজনীতিসব অঙ্গন মাতিয়ে রেখেছে একটাই নাম কঙ্গনা। ১৪ জুন সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকেই নানা মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনাম হচ্ছেন কঙ্গনা। কিছুদিন আগেই কৃষি বিল নিয়ে মন্তব্য করে মামলা খেয়েছেন। রমেশ নায়েক নামের এক আইনজীবী কৃষি বিলের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর জন্য কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা করেন। একই সময়ে আরও একটি মামলা করা হয়েছে কঙ্গনার বিরুদ্ধে।দ্বিতীয় মামলাটি করেছে মুম্বাই পুলিশ। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্যের তদন্ত চলার সময়ে কটু ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে পরিস্থিতি জটিল করে তোলায় এ মামলা করা হয়। আর এই দুই মামলার আগেই বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে মুম্বাই করপোরেশনের কর্মীরা কঙ্গনার বাড়ি ও বাড়ি লাগোয়া অফিসের খানিকটা ভেঙে ফেলেছেন।

অবশ্য এসবে মোটেও বিচলিত নন কঙ্গনা। বরং ক্ষেপে গিয়ে টুইটারে লিখেছেন, তিনি জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। লিখেছেন, 'আজ সবাই আমাকে জেলে পাঠাতে চায়। আমিও জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই আমার পেছনে লেগেছে, এর মানে হলো আমি ঠিক রাস্তায় আছি। ওরা আমাকে জেলে পাঠাতে চায়, এটা আমাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। জেলে গেলে আমার জীবন আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, আমি বিষয়টাকে এভাবেই দেখছি।'

মন খারাপ হলে যা করেন কৃতি

সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রয়াণের পর ইনস্টাগ্রামে যাঁদের পর তাঁকে নিয়ে কৃতির পোস্টগুলো সুশান্ত হয়ে গেছেন কৃতির অনুসারী। সুশান্তর শেষ সিনেমা দেখেছেন ৭৬ লাখ মানুষ। সুশান্তর মৃত্যুর পর তুলেছিল মুম্বাইয়ে। সেখানে লাইক দিয়েছেন কৃতি। তাঁর যেন গতি বেড়ে গেছে। জানতে কৃতির ইনস্টাগ্রাম এক অন্য রকম করে থাকেন না কৃতি। অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য মন খারাপ, বিষণতায় ডুব দিলে কৃতি তারপর ভেসে ওঠেন স্বাভাবিক জীবনের শারীরিকভাবে ভালো থাকার মতোই পোস্ট করে কৃতি লিখেছিলেন, 'শরীরের নেবে।'মন ভালো রাখার সঙ্গে ফ্যাশনের কৃতি। মন বেশি খারাপ হলে কৃতি কী হেয়ার কাটে তাঁর মনটাও বদলে দেয়। কালো বা সবুজ বা বেগুনি লিপস্টিকে চোখ বানান, মাঝেমধ্যে চোখের ওপর সেগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলে আর অন্ধকারে। এসব কৃতির মন ভালো

অনুসারী বেড়ে গেছে, কৃতি শ্যানন তাঁদের অন্যতম। সুশান্তর মৃত্যুর অনুরাগীদের হৃদয় কেড়েছিল। সুশান্ত চলেই গেছেন, তাঁর ভক্তরা স্ক্রদিল বেচারা" দেখে কৃতি শ্যানন যে পোস্টটি করেছিলেন, সেটি তাঁকে নিয়ে কৃতি যে পোস্টটি দিয়েছিলেন, সেটি রীতিমতো ঝড় ৫৪ লাখ মানুষ। তারপর থেকে বড় বড় ছবিতে ডাক পাচ্ছেন অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য, যোগব্যায়ামের উপকারিতা, ফ্যাশন নিয়ে জায়গা। চারপাশে যা কিছু ঘটে যাক, এক দিনও ব্যায়াম না মোটেও কাজের জিনিস নয়, এ কথা মানতে নারাজ কৃতি। মোবাইলে খুঁজে বেড়ান জুতসই 'মোটিভেশনাল স্পিচ'। ছন্দে। মানসিক স্বাস্থ্য তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যায়ামের ছবি যত্ন নিন। শরীর আপনার যত্ন অদ্ভুত এক যোগ খুঁজে পেয়েছেন করেন? চুলে কাঁচি চালান। নতুন মাঝেমধ্যে 'উল্টোপাল্টা' রঙে, যেমন ঠেঁট রাঙান। রাতের পার্টিতে স্মোকি ঝিলমিলে গ্লিটার মেখে রাখেন। রাতে কৃতির মন খারাপ মিলিয়ে যায় করার টনিক।

দুর্নীতিগ্রস্ত, অশিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক

চলেছে 'লুডো'। অনুরাগ বসু পরিচালিত ছবিটিতে অভিষেকের সঙ্গে পর্দা ভাগ করবেন রাজকুমার রাও, আদিত্য রায় কাপুর, ফাতিমা সানা শেখ, সানিয়া মালহোত্রাসহ আরও অনেকে। এ ছাড়া কুকি গুলাটি পরিচালিত 'দ্য বিগ বুল' ছবিতে তাঁকে স্টকব্রোকার হর্ষদ মেহেতার ভূমিকায় দেখা যাবে। এ বছরের শেষে ছবিটি ডিজনি-হটস্টারে মুক্তি পেতে চলেছে।

'ব্রিদ টু' সিরিজে ধূসর চরিত্রে অভিনয় করে রীতিমতো সাড়া ফেলেছেন অভিষেক বচ্চন। আবারও একটি ধূসর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন এই জুনিয়র বচ্চন। দিনেশ ভিজানের আগামী ছবি 'দশবী' ছবিতে তাঁকে রাজনীতিবিদের চরিত্রে দেখা যাবে।

এর আগে ২০০৯ সালে 'পা' ছবিতে রাজনীতিবিদের চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন অভিষেক। এবার 'দশবী' ছবিতে আবার তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখা যাবে। তবে এই ছবিতে অভিষেকের চরিত্রটি একদম ব্যতিক্রম। দিনেশ প্রযোজিত এই ছবিতে তাঁকে দুর্নীতিগ্রস্ত, অশিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে। অভিষেকের এই ছবিতে দুটি মূল নারী চরিত্র আছে। জানা গেছে, ছবিতে জুনিয়র বচ্চনের স্ত্রীর ভূমিকায় নির্মাত কৌরকে নির্বাচন করেছেন নির্মাতারা। আর কারারক্ষীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ইয়ামি গৌতমকে।'দশবী' ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে হিন্দি ছবির দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন পরিচালক তুষার জলোটা। এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরবেন। এ বছর জুন মাস থেকে এই ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে তা সম্ভব হয়নি।জানা গেছে, আগামী বছর গোড়ার দিকে 'দশবী'র শুটিং শুরু হবে। পুরো লকডাউনে অভিষেকের প্রযোজক দিনেশ এবং পরিচালক তুষারের সঙ্গে ছবিসংক্রান্ত নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ ছবির জন্য তিনি সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে তার আগে অভিষেক শাহরুখ খান ও সুজয় ঘোষের কাহিনি নিয়ে নির্মিত 'বব বিশ্বাস' ছবির শুটিং শেষ করবেন।অভিষেক অভিনীত দুটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। নেটফ্লিক্সে শিগগিরই আসতে

মাদক কেলেঙ্কারির তদন্তে সমন, পালিয়েছেন দীপিকার ম্যানেজার

বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের ব্যবস্থাপক কারিশমা প্রকাশকে আবারও সমন পাঠিয়েছে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। সুশান্তের মৃত্যুর পর থেকে মাদক-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি এবং তারকাদের জেরা শুরু করে সংস্থাটি। এরই ধারাবাহিকতায় কারিশমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।

তবে এবারই প্রথম নয়। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সমন জারি করা হয়েছে তাঁর নামে। এরপর থেকেই তিনি হাওয়া। কারিশমা প্রকাশের মা মিতাক্ষরা পুরোহিত এবং কোয়ান ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্টের দপ্তরে সমনের চিঠি পাঠানো হয়। মাদকসম্পৃক্ততায় দীপিকা পাড়ুকোনের পাশাপাশি তাঁর ব্যবস্থাপক কারিশমা প্রকাশকে পরপর দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনসিবি। সে সময় তিনি দাবি করেন, দীপিকার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেখানে সিগারেট নিয়েই কথা হয়েছে।দীপিকা ও কারিশমার এ রকম দাবির পর গত সপ্তাহে আবারও দীপিকার এই ব্যবস্থাপকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। যেখান থেকে ১ দশমিক ৭ গ্রাম চরস ও বেশ কয়েকটি সিবিডি অয়েলের (নিষিদ্ধ মাদক) বোতল উদ্ধার করা হয়। এরপরই কারিশমা প্রকাশকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠায় এনসিবি। আর তখন থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি। বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর মামলার তদন্তে যুক্ত হয়ে ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) একের পর এক নতুন সব খবর বের করে আনছে। কেননা সুশান্তের অপমৃত্যুর তদন্তে নেমে মাদক কেলেঙ্কারির সূত্র খুঁজে পায় তারা। তদন্তের সূত্র ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর মাদক কেলেঙ্কারির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় সুশান্তের প্রেমিকা বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকে।তারকাদের মাদক-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কিনা হয়েছে সে দেশে। এমনকি অতিরিক্ত খবর প্রকাশের দায়ে বড় তারকারা মামলাও করেছিলেন কয়েকটি গণমাধ্যমের নামে। মাদকের সূত্র ধরে এনসিবি দপ্তরে ডাকা হয়েছিল তারকা অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে। দুই দফা জেরা করা হয় তাঁকে। শুরুতে একা, পরে কারিশমা প্রকাশকে সামনে বসিয়ে। দ্বিতীয় দফায় হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কথা স্বীকার করেছেন দীপিকা। বলেছেন, ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে 'এন', 'জে', 'এস', 'ডি', 'আর', 'কে'র মধ্যে মাদক পরিবহন নিয়েই কথা হয়েছে। এই 'ডি' অক্ষরের পেছনে দীপিকারই নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আর 'কে'-এর নাম কারিশমা। ওই চ্যাটে দীপিকা

কারিশমাকে লিখেছিলেন, 'মাল হ্যায় ক্যায়া?' (মাল আছে?) জিজ্ঞাসাবাদে দীপিকা জানিয়েছিলেন, তিনি যে 'মাল' চেয়েছিলেন, তা মাদক নয়। তাঁর দাবি, তিনি জীবনেও মাদক নেননি। অন্যদিকে দীপিকার ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, তিনি অন্তত ছবার দীপিকাকে মাদক সরবরাহ করেছেন।

উৎসব মরশুমে সোনার সাতকাহন। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান স্বর্ণকমলের নবনির্মিত শোরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামী ৬ নভেম্বর। ত্রিপুরা জুয়েলারি জগতে নবতর সংযোজন। চারতলা বিশিষ্ট আধুনিক শো রুমের শুভ উদ্বোধন হবে। অবশ্যই ক্রেতাদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ শোরুম স্যানেটাইজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সর নতুন শোরুমের উদ্বোধন ও ধনতেরাস উপলক্ষে ৬ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে ২৫ শতাংশ ছাড়, হীরের গহনার মজুরিতে ১০০ শতাংশ ছাড়। মেগা ড্র হিসেবে থাকবে ১০ গ্রাম করে তিনটি সোনার কয়েন। তাছাড়া লাকি ড্র তে ২ গ্রাম করে ২০টি সোনার কয়েন। প্রতি কেনাকাটায় থাকছে সুনিশ্চিত উপহার। সাথে ১০০০ টাকার গিফট ভাউচার। উৎসব মরশুমে পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত সোনার গয়না কেনার সুযোগও থাকছে। ছবি- নিজস্ব।

অর্ণবের গ্রেফতারে প্রতিবাদ সরব প্রাক্তন ও বর্তমান সাংবাদিকরা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারে প্রতিবাদ সরব প্রাক্তন ও বর্তমান সাংবাদিকরা।

এই প্রতিাদীদের অনেকেই এখন বিজেপি-র নেতা। সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "আমি মনে করি না এই গ্রেফতার অর্ণবকে ভীত অথবা মুখ বন্ধ করতে বাধ্য করবে। উল্টে তিনি আরও কার্যকর হয়ে উঠবেন। শিবসেনা ও কংগ্রেসকে হেয় হতে হবে।"

সাড়ে তিন দশক একটি নামী বাংলা দৈনিকে কাজ করেছেন, এখন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য রন্তিদেব সেনগুপ্ত লিখেছেন, "অর্ণব গোস্বামীকে এদিন সকালে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। এবং যথারীতি দেশের সেকুলার বামপন্থী নেহরুপন্থী তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল মুখে কুলুপ এঁটেছেন।বাক স্বাধীনতা নিয়ে বললে এবার কিছু বলতে এলে এদের একদম বিদায় করুন। আসুন আমরা প্রতিবাদ গড়ে তুলি সকলে মিলে।"

সাংবাদিক তথা অধুনা বিজেপি মহিলা মোর্চার অন্যতম নেত্রী কেয়া ঘোষ লিখেছেন, "সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে যেভাবে একটা পুরনো কেসের সূত্রে গ্রেফতার করা হল, একজন প্রাক্তন সাংবাদিক হিসেবে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। অর্ণবের গ্রেফতার জরুরি অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ধিক্কার মহারাষ্ট্র সরকারকে।

প্রাক্তন সাংবাদিক তথা বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য শঙ্কুদেব পন্ডা লিখেছেন, "সংবাদমাধ্যমের কন্ঠরোধ মানে গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা সরকার অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করে আজ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর আঘাত হানল। মানুষ ইন্দিরা গান্ধীকে জবাব দিয়েছিল, শিবসেনাকেও জবাব দেবে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।"একটি নামী দৈনিকের সাংবাদিক তাপস প্রামানিক লিখেছেন, "অর্ণব গোস্বামীর হামলা ও গ্রেফতারে নিন্দা জানাই। এটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ। প্রতিক্রিয়ায় অরূপ চক্রবর্তী লিখেছেন, "সহমত পোষণ করলাম না এই বিষয়ে। বাংলায় প্রবাদই আছে, 'শঠে শঠ্যাং'।" শেখ হাফিজুর রহমান লিখেছেন, "অর্ণব সংবাদকর্মী নন। উনি একজন দালাল।" জবাবে তাপস লিখেছেন, "গণতন্ত্রে সবসময় ভিন্নমতকে সম্মান করা হয়। এটাই গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য। অর্ণবের সাংবাদিকতার ধরন তোমার পছন্দ না হতে পারে কিন্তু পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার মেনে নিলে ভবিষ্যতে তার মূল্য চোকাতে হবে।" এবিভিপি-র সামাজিক মাধ্যম বিভাগের আহ্বায়ক শিবশঙ্কর বোস লিখেছেন, "আমি অর্ণব গোস্বামীকে সমর্থন করি।"

একটি নামী দৈনিকের সাংবাদিক শিবাজী দে সরকার একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "এই অতি সক্রিয়তাকে সমর্থন করিনা।" ১১টি প্রতিক্রিয়া এসেছে এটির। অপর একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, "এটা বলতে একটুও দ্বিধাবোধ হয় না যে, আমরাই আমাদের কবর খুঁড়েছি, খুঁড়ে চলেছি!

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক দেবযানী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "রিপাবলিক টিভি এবং অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে যা হচ্ছে, তা সাংবিধানিক সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গও এই একই প্রকার সাংবিধানিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম তা বুঝতে পেরে অর্ণবের পরিণতি থেকে বাঁচতে অমেরুদণ্ডী, চটিজীবী হয়েছে।" পোস্ট করার পর এক ঘন্টায় বেলা ১০টা ৩৬-এ লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা ৪৪, ৩৩ ও ২। পার্থসারথী গুহ লিখেছেন, "সাংবাদিক হিসাবে খুবই খারাপ লাগছে।" অন্যদিকে, পাপিয়া রক্ষিত লিখেছেন, "এখানে কোন গণতন্ত্র আছে কি? আর অর্ণব গোস্বামী একজন সুশিক্ষিত ভাড়াটে দলদাসে পরিণত হওয়া হলুদ সাংবাদিকতার নির্লজ্জ উদাহরণ। আর গণতন্ত্রের অসীম মাহাত্ম্যের জন্য গৌরী লঙ্কেশকে মরতে হল বুঝি !" বর্ষীয়ান সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (চিরঞ্জীব) লিখেছেন, "অর্নব নিপাত যাক।'

অর্ণবের গ্রেফতার হবার পেছনে সোনিয়া-রাহুলের হাত রয়েছে, দাবি জগতপ্রকাশের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.): বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করা নিয়ে নিন্দায় সরব বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। বিষয়টিকে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, যেসব ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাসী তারা অর্ণবের উপর হওয়া উৎপীড়ন এবং মহারাষ্ট্র সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাগত হয়ে রয়েছে। বিজেপি সভাপতি মনে করেন এর পেছনে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর হাত রয়েছে। এই দুই নেতা-নেত্রীর সম্মতিতেই অর্ণব এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশ এদেরকে ক্ষমা করবে না।

বুধবার জগতপ্রকাশ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, যে সকল ব্যক্তিরা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তির স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাসী তারা অর্ণব গোস্বামীর ওপর মহারাষ্ট্র সরকারের উৎপীড়ন এবং তাকে বদনাম করার চেষ্টা মেনে নেবে না। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর নির্দেশেই এমন কাজ করা হয়েছে।

এই পরিবারের নীতির বিরুদ্ধে যারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকে তাদেরকে চুপ করানোর লক্ষ্যে এমনটা করা হয়েছে। লজ্জাজনক! নিজের অপর টুইট বার্তায় জগত প্রকাশ লিখেছেন, জরুরি অবস্থার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে ভারত ক্ষমা করেনি। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হামলা চালানোর জন্য ভারত কখনো রাজীব গান্ধীকে ক্ষমা করেনি। আর এখন প্রশাসনিক শক্তির অপব্যবহার করে নির্লজ্জের মতন সাংবাদিকের কণ্ঠরোধ, হুমকি দেওয়া জন্য সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীকে কোনদিন ক্ষমা করবে না দেশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার সকালে অর্ণব গোস্বামীকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ।

২০১৮ সালের এক ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের আত্মহত্যার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। অর্ণবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সেই আত্মহত্যাকে প্ররোচিত করেছিলেন।

অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতার প্রসঙ্গে সরব প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সর্বগ্রাসী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার নিজের টুইট বার্তায় রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, অর্ণব গোস্বামীর প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে তা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে দুর্বল এবং বিরুদ্ধ কণ্ঠকে অবদমিত করার লক্ষ্যে সর্বগ্রাসী প্রবণতার প্রতীক। জরুরি অবস্থা সহ একাধিক বিষয়ে কংগ্রেসের মনে থাকা উচিত যে যারা যখন সংবাদমাধ্যমকে দমন করতে চেয়েছেন তাদের ভাগ্যের পরিহাসের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজনাথ ছাড়াও সরব হয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তিনি জানিয়েছেন এই গ্রেফতার থেকে কংগ্রেস এবং মহারাষ্ট্র সরকারের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রামের বাঁদনা পরবেও ফাঁকা বাজার হাট

ঝাড়্গাম, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই কালীপুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনা পরব। এই কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বাঁদনা পরবে মেতে উঠেন জঙ্গলমহলের আমজনতা। কিন্তু এই মহামারি পরিস্থিতির জন্য বাজার হাট একেবারেই ফাঁকা। অন্যান্য বছর এই সময় বাজার হাট জমে উঠত। যার ফলে মার খাচ্ছেন কাপড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রায় সব ব্যবসায়ীরা। এবার বাজারে একেবারে বিক্রির পাটা নেই বললেই চলে। এবার দুর্গা পুজোতেও সেভাবে বিক্রি বাটা করতে পারেনি কাপড় ব্যাবসায়ী থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যাবসায়ীরা। জেলা শহর ঝাড়্গাম সহ ব্লকের বাজার গুলিতেও কাপড়ের দোকানে অন্যান্য বার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের ভীড় সামলানো ছিল মুশকিল ব্যাপার। কিন্তু এবার খদ্দেরের দেখা নেই সেইভাবে। ঝাড়্গাম জেলা শহর ছাড়াও অন্যতম বাজার লালগড়, শিলদা, বেলপাহাড়ী, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজার গুলিতে মানুষজনেরা অন্যান্য কাজের জন্য বাজারে গেলেও জামা কাপড় দোকান গুলিতে ভিড় লক্ষ করা যায়নি। যার ফলে এবার দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনাপরবেও কাপড় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য দুর্গাপুজোতেও সেভাবে কাপড় ব্যাবসায়ীদের বিক্রি না হলেও কালীপুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনাপরবে ভালো বিক্রির আশায় বুক বেঁধে ছিলেন কাপড় ব্যাবসায়ীরা। কিন্তু সব আশাতে জল ঢেলে দিয়েছে কোভিড।এমনিতেই এই করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনের জেরে গত চার মাস ধরে প্রায় দোকান বাজার বন্ধ ছিল।পরে লকডাউন কাটার পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করেও করোনার কাছে হার মানতে হয়েছে। করোনা সংক্রমনের জেরে বারে বারে বন্ধ করতে হয়েছে দোকান বাজার। তার জন্য ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত পরিবার গুলির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। আর তারেই প্রভাব পড়েছে এই পুজোতে। এমনিতেই লকডাউনের সময় থেকেই ব্যবসায় মন্দা চলছে। ব্যবসায়ীদের আশা ছিল দুর্গা পুজোতে না হলেও কালী পুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনাপরবে ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। কিন্তু দূর্গাপুজোর পরে আবারও সংক্রমনের হার উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কন্টেনমেন্ট জোন গুলিতে আবার নতুন করে লকডাউন ঘোষনা করেছে রাজ্য সরকার। যদিও ঝাড়্গাম জেলায় সংক্রমণের হার বাড়লেও এখনও পর্যন্ত কোনও কন্টেনমেন্ট জোন নেই ঝাড়্গামে। তবে অনেকে ব্যবসায়ী ঋণ নিয়ে পূজোর আগে দোকানের কাপড় সহ অন্যান্য মালপত্র তুলেছিলেন। দূর্গাপুজো বিক্রি না হলেও কালীপুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনাপবরে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখন কিভাবে সেই ঋণ পরিশোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এই বিষয়ে দহিজুড়ী বাজারের কাপড় ব্যাবসায়ী তাপস দাস বলেন,' বিক্রিবাটা একেবারে নেই বললেই চলে। দূর্গাপুজোর পর কালীপুজো, ভাইফেঁটা ও বাঁদনাপরবের সময় ভেবেছিলাম বিক্রি ভালো হবে কিন্তু সেভাবে বিক্রি নেই। এবছর পূজোর সময় মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বিক্রি করেছি।

ঋণ কিভাবে শোধ করবো সেটাই ভাবছি। তবে অনলাইন কেনাকাটাকেও দায়ি করেন এই কাপড় ব্যবসায়ীরা। তরুণ থেকে প্রবীণ সকলেই কেনাকাটা করতে ছুটছেন শপিংমলে বা ঘরে বসেই অনলাইনে অর্ডার করে পেয়ে যাচ্ছেন পছন্দসই জিনিস। শপিংমলেও এক ছাদের নীচে পরিবারের সকলের জন্য কেনাকাটা করার সুবিধা তারা হাতছাড়া করতে চান না। ফলে বাজারে গিয়ে এ দোকান ও দোকান ঘুরে কেনাকাটার ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে না খদ্দেরদের।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর আক্রমণ করে কংগ্রেস আজ তাদের পুরনো প্রবণতার প্রতিফলন প্রদর্শন করেছে : মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

জাগিরোড (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর আক্রমণ করে কংগ্রেস তাদের পুরনো প্রবণতার প্রতিফলন প্রদর্শন করেছে আজ। জাতীয় সেটেলাইট চেনেল রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার ও তাঁকে শারীরিক হেনস্তার বিরুদ্ধে আজ (বুধবার) ফের একবার সোচ্চার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন সকালে তাঁর টুইট হ্যান্ডলে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য আজকের দিন একটি কালো দিন বলে অভিহিত করেছিলেন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে শীঘ্র মুক্ত করার দাবি জানিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বন্ধ করতেও বলেছিলেন তিনি।

মৈত্রী প্রকল্পের অধীনে জাগিরোড থানার নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর হামলা। এ ধরনের হামলা কেবল তিনিই নন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনও ভারতীয় সহ্য করবেন না। তাই অনতিবিলম্বে নিঃশর্তে অর্ণব গোস্বামীকে মুক্ত করতে মহারাষ্ট্র

ছয়ের পাতায়

লকডাউন, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফের সরব কংগ্রেস

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগে রাজনৈতিক তরজার পারদ প্রতিদিন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। একদিকে যখন বিজেপি ও জেডিইউ জোট ইশতেহারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিহারের পরিস্থিতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে চলেছে তখন অন্যদিকে লকডাউন, বেকারত্ব, বাজারে জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য নিয়ে এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে চলেছে কংগ্রেস।

শতাব্দী প্রাচীন এই দলটির মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত জানিয়েছেন, বাজারে জিনিসপত্রের দাম এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে উৎসবের মরসুমে থাকা সত্ত্বেও ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর তেলটুকু জোটাতে মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুপ্রিয়া জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে জনতার ওপর দুই দিক থেকে হামলা চালানো হচ্ছে। একদিকে মানুষের হাতে কাজ নেই। অন্যদিকে বাজারে জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হওয়ার কারণে জমানো শেষ সম্বলটুকুর উপর টান পড়ছে। লকডাউন, বেকারত্ব এবং পরিযায়ী নিয়ে বেজায় দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে বিহার। এমন পরিস্থিতিতে উৎসবের মরসুমে জিনিসপত্রের দাম চড়া হওয়ায় জীবনযাপন সামলাতে মানুষের কোমর ভেঙে যাচ্ছে। উৎসবের সময় প্রতিটি পরিবারে তেল এবং ঘিয়ের খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে দীপাবলি মলিন হতে চলেছে। কারণ সরষের তেল সহ একাধিক তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে।

ছয়ের পাতায়

চম্পাহাটির বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, এলাকায় আতঙ্ক

চম্পাহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হাড়ালে বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ একটি বাজির কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে আগুন আশপাশের বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় মানুষজন প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সমর নস্করের বাড়ি লাগোয়া বাজির কারখানায় এদিন সকালে কর্মীরা বাজি তৈরির কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় কয়েকজন কর্মী অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশের এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এই ঘটনায় মোট তিনটি দোকান ও দুটি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এছাড়াও আই সি বারুইপুর ও এসডিপিও বারুইপুর ও যান ঘটনাস্থলে। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল ও পৌঁছন ঘটনাস্থলে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে দমকল। দমকল সূত্রের খবর, এলাকায় প্রচুর পরিমানে বারুদ সহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুনের তীব্রতা যথেষ্ট ছিল। আগুন লাগার সঠিক কারন জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল। তবে বারে বারে এই এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটায় যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার সাধারন মানুষ।

বুধবার রাতে ভারতে আসছে আরও তিনটি রাফাল যুদ্ধবিমান

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : ডাসল্ট এভিয়েশনের তৈরি করা আরও তিনটি রাফাল যুদ্ধবিমান বুধবার সকালে ফ্রান্স থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এবার এই যুদ্ধবিমানগুলো ভারতে আসার পথে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে অবতরণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে না। ৮৫০০ কিলোমিটারের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ একটানা করে গুজরাটে বায়ুসেনার এয়ারবেস জামনগরে বিমানগুলি অবতরণ করবে। এদিন রাতেই ভারতের মাটি স্পর্শ করবে এই রাফাল যুদ্ধবিমানগুলি। বৃহস্পতিবার সকালে এখান থেকে আম্বালা এয়ারবেসের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে রাফাল। এই নিয়ে রাফালের দ্বিতীয় ব্যাচ ভারতে আসছে। বিমানগুলি ফ্রান্স থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে চালিয়ে নিয়ে আসছেন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটরা। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ১৫ দিন আগেই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অফ এয়ার স্টাফ (প্রজেক্ট) এয়ার ভাইস মার্শাল এন তিওয়ারি। তার নেতৃত্বে একটি টিমও ফ্রান্সে গিয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন এবং কাশ্মীর লাগোয়া সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানের ক্রমাগত সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন রোধ করার লক্ষ্যে বায়ুসেনার আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছে ভারত। একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি রাফাল যুদ্ধবিমান সংযুক্তি হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম দফায় ভারতের হাতে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান এসেছিল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হলো আরো তিনটি। ফলে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে ভারতের বায়ুসেনা।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.৬ ডিগ্রি, দিল্লিতে বাড়ছে ঠান্ডা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ধীরে ধীরে বাড়ছে শীত। বুধবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম। আগামী ৪ থেকে ৫ দিন এমনই আবহাওয়া থাকবে দিল্লিতে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক পূর্বাভাস কেন্দ্রের প্রধান কুলদীপ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন ঠান্ডা বাড়বে দিল্লিতে। দিল্লির পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যেও জাঁকিয়ে পড়বে ঠান্ডা। কুলদীপ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় এ বছরের নভেম্বর মাসে সবথেকে বেশি ঠান্ডা পড়বে।

শীতের আমেজ থাকলেও, ধোঁয়াশা দিল্লিবাসীর পিছু ছাড়ছেই না। বুধবার সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে দিল্লির আইটিও-তে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল অত্যন্ত খারাপ। আইটিও ছাড়াও দিল্লির অন্যত্র বাতাস ছিল দূষিত।

আইন অনুযায়ী কাজ করবে মহারাষ্ট্র পুলিশ : অনিল দেশমুখ

মুম্বই, ৪ নভেম্বর (হি.স.): বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর গ্রেফতারি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে দেশের বিভিন্ন মহল। নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও। নিন্দা করেছে এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়াও। এমতাবস্থায় মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ জানিয়ে দিলেন, "কেউ আইনের উর্ধে নয়। আইন অনুযায়ী কাজ করবে মহারাষ্ট্র পুলিশ।"

অর্ণবকে গ্রেফতার করে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে আঘাত হেনেছে মহারাষ্ট্র সরকার। অনেকেই বলছেন, জরুরি অবস্থার সময়ের দিন গুলি মনে পড়ছে।

ছয়ের পাতায়

মদ্যপানে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষে অসমের মহিলারা

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : মদ্যপানে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন অসমের মহিলারা। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ২০১৯-২০ সালের পরিসংখ্যানে এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রাক কর্তৃক প্রকাশিত এই রিপোর্টে গোটা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন রাজ্যের সচেতন মহল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্যে প্রকাশ, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি যুবতীদের মধ্যে অসমে সর্বাধিক ২৬.৩ শতাংশ মহিলা মদ্যপান করেন। জাতীয় পর্যায়ে এর গড় সংখ্যা ১.২ শতাংশ। অন্যদিকে, পুরুষের তালিকায় অসম রয়েছে শীর্ষ দশের তালিকায়। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের মধ্যে দেশের মধ্যে অসমের ৩৫.৬ শতাংশ পুরুষ মদ্যপান করে থাকেন বলে তথ্যে প্রকাশ। এর জাতীয় গড় সংখ্যা হচ্ছে ২৯.২ শতাংশ। এদিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে অসমের পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের মধ্যে ৫৭.৬ শতাংশ পুরুষ মদ্যপান করেন। এছাড়া পুরুষদের মধ্যে ১৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সের মধ্যে মদ্যপানকারী পুরুষের সংখ্যা অসমে সবচেয়ে বেশি। এই দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে অসম। এই বয়সের মধ্যে অসমের ৫৯.৪ শতাংশ পুরুষ মদ্যপান করেন। জাতীয় গড় সংখ্যা হচ্ছে ২৯.৫ শতাংশ।

এদিকে নাগাল্যান্ড, হিমাচলপ্রদেশ, গোয়া এবং কর্ণাটকে সবচেয়ে কম সংখ্যক মহিলা মদ্যপানে আসক্ত বলে তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই রাজ্যগুলোর মাত্র ০.১ শতাংশ মহিলা মদ্যপান করেন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে অসমের সচেতন মহলে। এটি একটি ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, মতামত প্রকাশ করেছে মহলটি।

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে ফের সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : সরকারে না থেকেও পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরতে সাহায্য করেছে কংগ্রেস। কিন্তু ক্ষমতায় বসে থাকা বিজেপি গরিবদের কথা ভাবেনি। বিজেপি প্রতিশ্রুতি এবং ঘোষণা করতেই ব্যস্ত ছিল বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। লকডাউনের সময় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ভিডিও ফুটেজ বুধবার সামাজিক মাধ্যম টুইটারে প্রকাশ করেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি লিখেছেন, যখন কয়েক লক্ষ শ্রমিক ভাই ও বোনেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভুক্ত, তৃষ্ণার্থ অবস্থায় বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন মোদী - নীতীশের সরকার নির্লজ্জের মতন বর্বরতা দেখিয়ে ছিল। ক্ষমতায় না থাকা সত্বেও কংগ্রেস এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিক ভাইদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস এবং আরজেডি মহাজোট পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে তীব্রভাবে বিজেপি এবং জেডিইউ- কে কটাক্ষ করে চলেছে। পূর্ব ভারতের অতিগুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যটিকে দখল করতে মরিয়া কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই তারা এমন আক্রমণ শানাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ধুবড়ি জেলায় বাজেয়াপ্ত বহু মূল্যবান কাঠ, উৎখাত অবৈধ কাঠচেরাই মিল

ধুবড়ি (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত চাপর রাজস্ব চক্রের অধীন চরুয়াবাখরায় বহু মূল্যাবান কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট, বন দফতর ও পুলিশ কর্মীরা। সেই সঙ্গে তাঁরা উৎখাত করেছেন অবৈধ কাঠ চেরাই মিলও।

বুধবার এই তথ্য দিয়ে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা সার্কল অফিসার নবজ্যোতি দাস জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাতে শালকোচা থানার পুলিশ বাহিনী এবং শালকোচা রেঞ্জ ফরেস্ট দফতরের কর্মীদের নিয়ে চরুয়াবাখরা জঙ্গলব্লকে অভিযান চালিয়েছিলেন। ওই অভিযানে চরুয়াবাখরা গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য ফরিদা বেগমের স্বামী হাসেন আলির ঘর থেকে বহু পরিমাণের মূল্যবান কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জনৈক শুকুর আলি এবং সাইবউদ্দিন শেখের মালিকানাধীন অবৈধ কাঠের মিল উৎখাত করা হয়েছে। তিনি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত কাঠ এবং মিলের মেশিন সরঞ্জাম শালকোচা রেঞ্জ ফরেস্ট কার্যালয়ে রাখা হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৩৫৭ জনের, আক্রান্ত বেড়ে ২.৪৪ লক্ষ

হায়দরাবাদ, ৪ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-২,৪৪,১৪৩ লক্ষ এবং ১,৩৫৭। বিগত ২৪ ঘটে তেলেঙ্গানায় সুস্থ হয়েছেন ১,২৭৩ জন। সবমিলিয়ে তেলেঙ্গানায় এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২, ২৪,৬৮৬ জন।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৮,১০০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তেলেঙ্গানায় ৪৫,৫২৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। তেলেঙ্গানায় এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,২৪,৬৮৬ জন।

কাজ শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা ছত্রধর মাহাতোর স্ত্রী

ঝাড়্গাম, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্য সরকারের দেওয়া দায়িত্ব পাওয়ার পরেই কাজ শুরু করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা তথা ছত্রধর মাহাতোর স্ত্রী নিয়তী মাহাত। বুধবার ঝাড়্গাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনীতে তৃণমুলের দলীয় কার্যালয়ে দুটি অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে 'বঙ্গজননী' সংগঠন গঠন করেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সাঁকরাইল ব্লকের আধাঁরিয়া ও রোহিনী অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে এই দুটি বঙ্গজননী গঠন করেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা তথা ঝাড়্গাম জেলার বঙ্গজননীর সভানেত্রী নিয়তী মাহাত, সাঁকরাইল ব্লকের ব্লক সভাপতি কমল কান্ত রাউত, সাঁকরাইল ব্লকের যুব তৃণমুলের ব্লক সভাপতি পিন্টু মাহাতো, সাঁকরাইল ব্লকের বঙ্গজননীর সভানেত্রী মোনালিসা মাহাত সহ একাধিক তৃণমুলের নেতাকর্মীরা। তৃণমুলের দলীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এই বঙ্গজননী শাসক দলের একটি শাখা সংগঠন। এখানে মহিলারা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলির কথা তুলে ধরবেন। পাশাপাশি সরকারের কন্যশ্রী, রূপশ্রী, বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন এবং শিশুরা যাতে বিদ্যালয় মুখি হয় তার জন্য কাজ করছে এই বঙ্গজননী সংগঠনটি।

জানা গিয়েছে আগে এই বঙ্গজননী নামে শাখা সংগঠনটি শহরকেন্দ্রিক ছিল। বর্তমানে এই সংগঠনটি গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে যাতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি যাতে জানতে তারজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে পচার করবে। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা তথা ঝাড়্গাম জেলার বঙ্গজননীর সভানেত্রী নিয়তী মাহাতো বলেন,' আশা দিদি, আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী,বিভিন্ন ক্লাব গুলিকে সাথে নিয়ে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে চাই। পৌছে যেতে চাই গ্রামে গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবার গুলির মানুষের সাথে কথা বলে তাদের মেয়েদের,শিশুদের কি সমস্যা রয়েছে জানতে চাওয়া হবে।অভিভাবকদের বোঝাতে হবে কম বয়সে বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া উচিত।রাজ্য সরকারে কন্যাশ্রী প্রকল্প,রূপশ্রী প্রকল্প গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে তার সুফলগুলি বলতে বলা হবে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩,৯৮৭

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি স) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। করোনা আতঙ্কে একপ্রকার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জোগাড় শহরবাসীর। এরই মাঝে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৩,৯৮৭। আক্রান্তের পাশাপাশি বেড়েছে সুস্থতার সংখ্যাও। একদিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,১২৯। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৯৮৭ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩,৮৯,৫৭৬ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,১২৯। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,৪৬,২৬২ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৮.৮৮ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৭,০৬৮। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩৬,২৪৬ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৪৭,৩৩,৫০৮ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫,২১৩স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বাঁকুড়ায় সাজো সাজো রব

বাঁকুড়া, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর বাঁকুড়ায় আসছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগমন উপলক্ষে জেলা জুড়ে সাজো সাজো রব। সকাল ১০ টায় তিনি হেলিপ্যাডে নেমে গাড়ি করে আসবেন রবীন্দ্রভবনে। তাকে স্বাগত জানাতে বিজেপির নেতা কর্মীরা রবীন্দ্রভবনকে দলীয় পতাকা ফেস্টুন দিয়ে সাজিয়ে তোলার আগেই তৃণমূলের লোকেরা অমিত শাহের আগমনের রাস্তার দু"পাশে ঘাসফুলের পতাকা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটাউট দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি রবীন্দ্র ভবন চত্বরেও তৃণমূলের পতাকা ও মমতার কাটাউট দিয়ে দখল নিয়েছে তৃণমূল।

বিজেপি যদিও রবীন্দ্র ভবনের প্রবেশপথে বিশাল তোরণ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বড় বড় কাটআউট লাগিয়ে দর্শনীয় করে তুলেছে। গোটা শহর অসংখ্য তোরন ও অমিত শাহ"র বড় বড় কাট আউটে ভরিয়ে তোলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাঁকুড়ায় এসে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, মধ্যাহ্ন ভোজন সারবেন এক আদিবাসী বাড়িতে। দলীয় বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকে অমিত শাহ এভাবেই সাধারন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়বেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সে কারণে বিজেপির রাজ্য নেতারা দফায় দফায় রবীন্দ্র ভবন পরিদর্শন করছেন। মঙ্গলবার থেকে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাজু ব্যানার্জি, জেলার দুই সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার ও সৌমিত্র খাঁ বারে বারে এসে ঘুরে যাচ্ছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরবিন্দ মেনন ও বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় বাঁকুড়ায় এসে প্রস্তুতি বৈঠক করে গেছেন। বিজেপির জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে রবীন্দ্রভবনে কারা কারা অমিত শাহের সঙ্গে মঞ্চে বসবেন এবং আমন্ত্রিতদের কেন্দ্রীয় তালিকা হাতে এসেছে। এরপর জেলার কাদেরকে রবীন্দ্রভবনে অতিথি হিসেবে রাখা হবে তার তালিকা তৈরির দায়িত্ব এসেছে সাংসদ সুভাষ সরকারের উপর। তিনি সেই মতো সমস্ত তদারকি করছেন। সুভাষ সরকার বলেন, জেলার আদিবাসী, কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে, দুধ ব্যবসায়ী ও খেটে খাওয়া মানুষকে অমিত শাহের বৈঠকে আমন্ত্রিত হিসাবে ডাকা হচ্ছে। ওদিকে বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের চতুরডি গ্রামের এক আদিবাসী বাড়িতে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। সেখানে বুধবার সকাল থেকেই ঘাঁটি গেড়েছে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।যে গ্রামটিতে ভিভিআইপিরা কোনো দিন পা রাখেননি সেই চতুরডি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। জেলা পুলিশ কর্তারাও সেখানে বারে বারে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। সৌমিত্র খাঁ বলেন, রবীন্দ্রভবনের বৈঠক শেষে তিনি শহর লাগোয়া পুয়াবাগান মোড়ে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে চতুরডি গ্রামে এসে মধ্যাহ্নভোজন সারবেন মাটিতে বসে। মেনুতে থাকবে ভাত, শাকভাজা, ডাল, আলু পোস্ত, ও চারাপোনার ঝোল।

বিজেপি যে সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসী সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসী মানুষ এবং আদিবাসী মানুষদের পাশে রয়েছেন সেই বার্তাই তিনি দিতে চাইছেন বলে রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস। বিজেপি নেতৃত্বের খবর রবীন্দ্রভবনে ৩ দফা বৈঠকের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রথমে তিনি মেদিনীপুর ও রাঢ়বঙ্গের নেতৃত্বের সঙ্গে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তারপর রাজ্যের দলীয় সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক সেরে সবশেষে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা করে তাদের অভাব অভিযোগ ও চাহিদার কথা শুনবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিরাপত্তার বিষয়ে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও। তিনি জানান, রবীন্দ্রভবন ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যেখানে যেখানে সফরসূচি রয়েছে সবখানেই নিরাপত্তাজনিত নজরদারি রয়েছে পুলিশের। বিজেপি শিবিরে জেলার সমস্ত জায়গায় এক ধরনের সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। জেলাৰ ছোট বড় সব স্তৰেৰ কৰ্মীৰা মুখিয়ে ৰয়েছেনঅমিতজীৰ আগমনেৰ দিকে। বাঁকুড়া জেলা কমিটির সহ সভাপতি নিলাদ্রী দানা বলেন অমিতজী আসছেন, তাকে আমরা জেলার বঞ্চিত মানুষদের কথা তুলে ধরে রাজ্য সৰকারের দ্বিচারিতার কথা শোনাবো। অমিত শাহ"র আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছি।

ট্রেন চালাতে যাত্রীস্বার্থে বাম-কংগ্রেসের ৮ দফা দাবির চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : কম ট্রেন চালালে ভিড় বাড়বে। তাই বেশি ট্রেন চালাতে হবে। এ রকম আট দফা দাবিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল বাম-কংগ্রেস।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান এবং সিপিএমের দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর সই করা এই চিঠিতে দাবিগুলো সবই যাত্রীবান্ধব। কিন্তু জনমোহিনী পথে সেগুলো করতে গেলে যে সুরক্ষা-সতর্কতা শিকেয় উঠবে, তা ভেবে শিউরে উঠছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

রাজ্য-রেল প্রাথমিক বৈঠকে ঠিক হয়েছে, লকডাউনের আগে যে পরিমান ট্রেন চলত, প্রথমে তার ১০-১৫ শতাংশ ট্রেন চলবে। ট্রেনে যত লোক বসতে পারেন, তার অর্ধেক যাত্রী নেওয়া হবে। অর্থাৎ, সাধারণ সময়ে যত যাত্রী ট্রেনে ওঠার সুযোগ পান, উঠতে পারবেন তার সামান্য শতাংশ। এই ভাবনারই প্রতিবাদ করেছেন মান্নান-সুজনরা। তারা লিখেছেন, কম ট্রেন চললে ভিড় বাড়বে। তাই বেশি ট্রেন চালাতে হবে। হকার সহ যাদের জীবিকা রেল পরিষেবার ওপর নির্ভরীল, তাদের সুরাহার দাবিও মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে করেছেন মান্নান-সুজন। এই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধিকেও বিবেচনায় রাখার আর্জি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

পাচের পাতার পর

সরকারের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি ইত্যাদি দল সম্মিলিতভাবে সরকার চালাচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর হামলা করা কংগ্রেসের পুরনো অভ্যাস। তাদের প্ররোচনায়ই মহারাষ্ট্র পুলিশ অর্ণব গোস্বামীকে নির্লজ্জভাবে গ্রেফতার করেছে।

সরব কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

এক বছরের মধ্যে সরষের তেলের দাম প্রতি কেজি ৮০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০ টাকা। ওই সময়ের মধ্যে বাদাম তেলের দাম ৯৯ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৫ টাকা। মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কে অবগত হয়েও নীরব থেকেছে সরকার।

অনিল দেশমুখ

পাচের পাতার পর

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, "মহারাষ্ট্রে আইন মেনে চলা হয়। কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকলে পুলিশ ব্যবস্থা নিতেই পারে। ঠাকরে সরকার গঠনের পর থেকে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"

বিজেপি মুখপাত্র রূপম

তিনের পাতার পর

প্রতিবাদ-কর্মসূচির ডাক দিয়েছে গুয়াহাটি-ভিত্তিক ইউনাইটেড ট্রাস্ট অব আসাম। এদিন সকাল নয়টায় গৌহাটি ক্লাব রোটারিতে আহূত প্রতিবাদী কর্মসূচিতে স্থানীয় সকল সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শিবপ্রসাদ শর্মা।

সর্বানন্দ-হিমন্তবিশ্ব-কিরেনের

তিনের পাতার পর

অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের প্রবাবশালী মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাও টুইট করে মুম্বাই পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অর্ণব গোস্বামীর কণ্ঠরোধ করতে গ্রেফতার করেছে বলে অভিযোগ তুলে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। আজকের ঘটনাকে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে মহারাষ্টে এখন জরুরিকালীন অবস্থা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বাঁকুড়ায় আদিবাসী পরিবারে মধ্যাহ্নভোজন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাঁকুড়া, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে বাঁকুড়ার চতুরডিহি গ্রাম। বাঁকুড়া সদর থানার পোয়াবাগান সন্নিহিত এই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের এক আদিবাসী পরিবারে মধ্যাহ্নভোজন সারবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যে গ্রামটিতে কোন ভিআইপির পা পড়েনি সেই গ্রামটিতেই এখন জেলার বড় বড় কর্তাদের আনাগোনা। সারা গ্রাম ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এদিকে গ্রামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমনে আনন্দিত গ্রামবাসীরা।তারা বলছেন অবহেলিত এই গ্রামটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে।

যার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করছেন অমিত শাহ এই বাড়ির কর্তা বিভীষণ হাঁসদা যারপরনাই গর্বিত এবং আহ্লাদিত। তিনি বলেন আমি কোন রাজনীতি করি না তবুও বিজেপি রাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন তাতে আমি গর্বিত। মধ্যাহ্নভোজনে কি দিয়ে আপ্যায়িত করবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ বাবু বলেন আমি অতিরিক্ত কোনো আয়োজন করছি না ,আমরা যেভাবে মধ্যাহ্নভোজন করি তাই দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করা হবে। তিনি বলেন ভাত ডাল, ভাজা, আলু পোস্ত, চারা পোনার ঝোল। দেশের একজন মস্ত বড় নেতা ও মন্ত্রী আসছেন তার বাড়িতে সেই কারণে বাড়ীর রমণীরা ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। ছোট্ট মাটির বাড়ীর সাথে এক চিলতে পাকাঘর। সেখানেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাঁকুড়া এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, মধ্যাহ্নভোজন সারবেন এক আদিবাসী বাড়িতে দলীয় বৈঠক এর ফাঁকে অমিত শাহ এভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবেন বলে বিজেপি সূত্রের খবর। এরপূর্বে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে অমিত শাহএক আদিবাসী পরিবারে মধ্যাহ্নভোজন নিয়ে রীতিমতো জল ঘোলা হয়।

এদিকে আদিবাসী অধ্যুষিত চতুরডিহি গ্রামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজন এৰ বিষয়টি দেখভাল করার জন্য সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বারবার ঘুরে যাচ্ছেন।তিনি বলেন সমস্ত ব্যবস্থা টাকা, পোয়াবাগানে এসেই বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবেন অমিত শাহ।

আরবিএসকে চিকিৎসকদের বেতন নিয়ে রাজ্য সরকারকে তলব

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের জাতীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আৰবিএসকে) - আয়ুষ চিকিৎসকদের চিঠিতে নড়ে বসলো প্রধানমন্ত্রীর দফতর। এই চিকিৎসকদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে তলব করল প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

আরবিএসকে ডাক্তাররা সারা দেশ জুড়ে করোনার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। অথচ অভিযোগ, তাঁরা বিরাট বঞ্চনার শিকার পশ্চিমবঙ্গে। ২০১৩ সাল থেকে চলা আর বি এস কে ডাক্তারবাবুরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'শিশুসাথী'-র মূল কাণ্ডারী। গ্রামে ও শহরে স্কুলে স্কুলে ঘুরে ঘুরে শিশুদের জন্মগত হৃদযন্ত্রের রোগ, তালু ও ঠোঁট কাটা, চক্রপদের মতো আটত্রিশ রকমের সমস্যা খুঁজে বার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এর পাশাপাশি বিগত আটমাস ধরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সন্দেহজনক ব্যক্তির লালারস সংগ্রহ, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শন, সেফহোমে রোগীদের চিকিৎসা সহ করোনা হাসপাতালে চিকিৎসা এমনকি সুপারের দায়িত্ব পালন করছেন।

অথচ সরকারিভাবে তাঁরা বিরাট বঞ্চনার শিকার। বিভিন্ন রাজ্যে একই পদে কর্মরত চিকিৎসদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক বেতনে তাঁরা এই রাজ্যে কর্মরত। তাঁদের মূল বেতন বৃদ্ধি ২০১৩ সালের পর থেকে এখনও হয়নি। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি অনিয়মিত।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন কর্তার কাছে জানিয়ে কোনও আশা না মেলায় তাঁরা ৯ অক্টোবর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে জানান। ওই দফতর থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের র মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের তলব করা হল। আরবিএসকে চিকিৎসকদের সংগঠন "আমরা"র জনৈক চিকিৎসক সদস্য জানান 'বিষয়টি ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের নজরেও তাঁরা এনেছেন পত্রের মাধ্যমে। এই ব্যাপারে কোনো সদর্থক উদ্যোগ তাঁরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেখতে পান নি। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের আচরণে তাঁরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ।'

বিজেপির মিছিল থেকে আটক রিমঝিম মিত্র সহ আরও অনেকে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার বাঁধে শহর জুড়ে।বিজেপি কর্মীদের মৃত্যু, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি একাধিক দাবি তুলে পথে নামে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি অফিস থেকে মিছিল এগোতেই সেন্ট্রাল এভিনিউতে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এরপরেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ বাঁধে পুলিশের। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী রিমঝিম মিত্র সহ আরও কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

বিজেপির সদর দফতর থেকে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করার কথা বিজেপি নেতা কর্মীদের। কিন্তু মিছিল সেন্টাল এভিনিউ পৌঁছাতেই ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ।পুলিশ মিছিল আটকাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে বিজেপি কর্মীরা। এর পরেই পুলিশ লাঠিচার্জ করলে সেন্ট্রাল এভিনিউ রাস্তার উপর বসে পড়েই বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশে ছেয়ে গিয়েছে সেন্ট্রাল এভিনিউ। রাস্তায় বসে স্লোগান দেয় বিজেপি কর্মীরা। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে রিমঝিম মিত্র, পামেলা গোস্বামী সহ একাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার পুলিশের। ধিক্কার এই সরকারকে এই শ্লোগানে সুর চরায় বিজেপি নেতা কর্মীরা।

ফ্রান্সের ঘটনাবলী নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন তৃণমূলের মন্ত্রী

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : ফ্রান্সে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমুল সরকারের এক মন্ত্রী। নিছক বিবৃতি দিয়ে নয়, সংবাদ সম্মেলন ডেকে তিনি ভাতৃত্ববোধ দেখাতে চান। ফ্রান্সে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই ফুঁসছে গোটা বিশ্ব। "ধর্মের আধারে ইসালামি মৌলবাদ' নিয়ে মুখ খুলে যখন তামাম মুসলিম বিশ্বের রোষের মুখে পড়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। অন্যদিকে আবার ম্যাক্রোঁকে সমর্থন করতে দেখা গেছে অন্যান্য একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকেই। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মন্ত্রী তথা 'জামিয়াত উলেমা ই হিন্দ'-র নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ফ্রান্সে হজরত মহম্মদের অবমানমা ও নিরীহ মানুষদের হত্যার প্রতিবাদ জানাতে সংগঠনের কার্যক্রমের কথা জানাবেন। রাজভবন চত্বরে নিজের আবাসে বৃহস্পতিবার দুপুরে এই কারণে সমাবেশের ডাক দিয়েছেন মন্ত্রী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হজরত মহম্মদের বিতর্কিত কার্টুন ছাপার অভিযোগে ২০১৫ সালে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার কবলে পড়েছিল ফ্রান্সের বিখ্যাত ব্যঙ্গ পত্রিকা 'শার্লি এবদো''। যাতে মারা যান ফ্রান্সের বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট-সহ ১২ জন। কিন্তু তারপরেও হার না মানা মনোভাব নিয়ে চলতি বছরেই ফের ওই কার্টুন ছাপার সিদ্ধান্ত নেয় শার্লি এবদো। তারপরেই একের পর এক সন্ত্রাসী হানার কবলে পড়ছে ফ্রান্স।

ঢাকুরিয়ার আমরির ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে হবে এবার করোনা চিকিৎসা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : সালটা ২০১১, বিধ্বংসী আগুন লাগে ঢাকুরিয়ার আমরিতে। যে অংশে আগুন লেগেছিল এতদিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল সেই ক্ষতিগ্রস্থ স্থান। তবে এবার খুলছে আমরি হাসপাতালের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন। আর সেখানেই হবে এবার করোনা চিকিৎসা।

২০১১ সালের অগ্নিকাণ্ডের পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ঢাকুরিয়ার আমরির ক্ষতিগ্রস্ত ভবন। প্রায় ৯ বছর পরে ফের খুলছে ঢাকুরিয়ার আমরির ক্ষতিগ্রস্ত ভবন। বর্তমানে করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। আর তাই এবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে আমরি হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরিত্যক্ত ভবনটিতে কোভিড হাসপাতাল চালুর ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জোর কদমে চলছে সংস্কারের কাজ। খুব শীঘ্রই চালু হবে আমি হাসপাতালের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন।

চিন

● প্রথম পাতার পর

বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিকরাও।

উল্লেখ করা যেতে পারে আর কদিন পরেই তীব্র শীত পড়বে পূর্ব লাদাখে। তীব্র শীতে দুই দেশের সেনা জওয়ানদের মোতায়েন থাকাটা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠবে। ফলে বিশ্বস্ততার মাধ্যমে সামরিক এবং দীর্ঘমেয়াদী রফা সূত্র নির্ধারণ করাই প্রধান লক্ষ্য হবে ভারতের।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। আহত যুবক এবং যুবকের মার মাথায় আঘাত লাগে। বর্তমানে সে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এইদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে না আশায় তীব্র ক্ষোভ এলাকাবাসীদের মধ্যে।

অন্যদিকে, ধলাই জেলার কমলপুর-আমবাসা সড়কের মহারানীর দিনেশ দেববর্মা পার্ক সংলগ্ন এলাকায় যান দূর্ঘটনায় তিন জন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে একটি ট্রিপার ট্রাকের সাথে বাইকের সংঘর্ষ হয়েছে।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

দেন সহসাই ব্যাঙ্কে একজন দক্ষ আধিকারিক নিজুক্ত করা হবে। এবং ব্যাঙ্কের পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই বিষয়ে জানানা এলাকার সচেতন নাগরিক চন্দ্র গুপ্ত বড়ুয়া।

বাইডেন

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। যদিও পাল্টা হিসেবে বাইডেন শিবিরও জানিয়ে দিয়েছে, তাঁরাও আদালতে লড়াইয়ে প্রস্তুত।

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছিল না। অবশেষে আজ কিছু কাঠ উদ্ধার করা হলেও বনদস্যুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু করে।

মোম

● প্রথম পাতার পর

দামে বিক্রি করছেন। তাঁর যুক্তি, চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ার ফায়দা নিচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা।

নাবালিকার

● প্রথম পাতার পর

চাইল্ড লাইনের এই প্রয়াসের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকার সুশীল সমাজের লোকজনরা।

বেঙ্গালুরুতে প্রয়াত অভিনেতা ফারাজ খান, শোকের ছায়া বলিউডে

বেঙ্গালুরু ও মুম্বই, ৪ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন বলিউড অভিনেতা ফারাজ খান। বহুদিন ধরেই স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছিলেন ফারাজ, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়েকদিন আগেই বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ফারাজ খানকে। ভেন্টিলেটরে ছিলেন তিনি। বুধবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফারাজ খান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

অভিনেত্রী পূজা ভাট টুইট করে ফারাজের এই মৃত্যু সংবাদ জানান। টুইটারে পূজা লেখেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের সকলকে আমি দুঃ সংবাদ দিচ্ছি। ফারাজ খান প্রয়াত হয়েছেন। মেহেন্দি, ফরেব, দুলহান বনু ম্যাঁ তেরি, চাঁদ বুঝগয়া-সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারাজ খান। রানী মুখার্জির সঙ্গেও অভিনয় করেছেন ফারাজ খান। অতি অল্প বয়সে এই অভিনেতার প্রয়াণে শোকের ছায়া বলিউডে।

অবশেষে শুরু হল ব্যারেজের লকগেট মেরামতের কাজ

বাঁকুড়া, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : অবশেষে বুধবার দুপুর থেকে শুরু হল দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট মেরামতের কাজ। এদিকে জলাভাবে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে বাঁকুড়ার মেজিয়া বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। বুধবার দুপুর থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের ভাঙা লকগেট মেরামতির কাজ শুরু হল। কাজ সম্পূর্ণ করতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগবে বলে জানা গেছে। জানা গেছে এখন থেকে প্রায় ২৪ ঘন্টা পর সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হলে ডিভিসি তাদের মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু করবে। জল ছাড়া শুরু হলে ব্যারেজে জল আসা এবং ৮ ফুট উচ্চতায় জল আসতে সময় লাগবে আরও ৬ ঘন্টার মত। সবকিছু ঠিকঠাক চললে বৃহস্পতিবার মাঝরাতের আগে স্বাভাবিক হবেনা শিল্পশহর দুর্গাপুর এবং বাঁকুড়ার বড়জোড়া মেজিয়া শিল্পাঞ্চল সহ ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প।

গন্ডাছড়ায়

আটের পাতার পর

মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা। বক্তারা প্রয়াত কম: বন বিহারী সাহার কর্মজীবনি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিনের হল সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রকাশ জাভড়েকর

আটের পাতার পর

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। টুইট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, "মহারাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর হামলার তীব্র নিন্দা করছি আমরা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে এমন আচরণ করা যায় না। জরুরি অবস্থার সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়েছিল, এই ঘটনা সেই সমস্ত দিন গুলি মনে করিয়ে দিচ্ছে।"

প্লে—অফে হায়দরাবাদ

দুবাই ঃ ম্যাচের আগে অঙ্কটা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হায়দরবাদ জিতলে তাঁরা চতুর্থ দল হিসেবে প্লে---অফে যাবে। আর হারলে ভাগ্য খুলবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের । শেষপর্যন্ত অবশ্য শেষ হাসি হাসলেন ডেভিড ওয়ার্নাররাই। 'ডু অর ডাই' ম্যাচে অধিনায়কের মতোই খেললেন ওয়ার্নার। তাঁকে যোগ্যসঙ্গত দিলেন বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা। আর দু'জনের ব্যাটে ভর দিয়ে ১০ উইকেটে এবারের টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা দল মুম্বইকে হারাল হায়দরাবাদ। আর সমান পয়েন্ট থাকলেও নেট রানরেট কম থাকায় স্বপ্নভঙ্গ হল নাইটদের।

এদিন টসের সময়ই কার্যত সবাই চমকে যান। প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেখানে জানান, রোহিত শর্মার চোট। সেখানে মুম্বইয়ের হয়ে টস করতে নামেন 'হিটম্যান'। যা দেখে অবাক হয়ে যান ক্রিকেটপ্রেমীরাও। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার সেই নিয়ে টুইটও করেন। যদিও টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই আউট হয়ে যান রোহিত। ৪ রান করে সন্দীপ শর্মার বলে আউট হন। কিন্তু কুইন্টন ডি'কক ---সূর্যকুমার যাদব দলের হাল ধরেন। ডি'কক ২৫ রানে আউট হওয়ার পর ক্রিজে আসেন ইশান কিষান। তিনি করেন ৩৩ রান। সূর্যের সংগ্রহ ৩৬ রান। এরপর আচমকাই ধস নামে মুম্বই ইনিংসে। তবে শেষপর্যন্ত পোলার্ডের ৪১ রানের সৌজন্য নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে ১৪৯ রান তোলে মুম্বই। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অনবদ্য ব্যাটিং করেন দুই হায়দরাবাদ ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা এবং ডেভিড ওয়ার্নার। তবে মুম্বই এদিন দলের দুই সেরা অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহ এবং বোল্টকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল। ছিলেন না হার্দিক পাণ্ডিয়াও। আর তাই কিছুটা খোলামনেই ব্যাট করেন ওয়ার্নার---ঋদ্ধিমান। দু'জনেই অর্ধ---শতরানও পূর্ণ করেন।

বিপাকে পড়লেন বিরাট-সৌরভ গাঙ্গুলি

নয়াদিল্লি ঃ বিপাকে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অনলাইনে ফ্যান্টাসি ক্রিকেট বা ক্রিকেটের বেটিং অ্যাপগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য মঙ্গলবার তাঁদের নোটিস পাঠাল মাদ্রাজ হাই কোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ। কোহলি—সৌরভ ছাড়াও নোটিস পাঠানো হয়েছে অভিনেতা প্রকাশ রাজ, তামান্না ভাটিয়া, রানা এবং সুদীপ খানকেও। এছাড়াও ওই অ্যাপগুলোকেও নোটিস পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি এন কিরুবাকারান এবং বি পুগানেন্ধির দুই সদস্যের বেঞ্চ। আগামী ১৯ নভেম্বরের মধ্যে প্রত্যেককে এই নোটিসের জবাব দিতে হবে।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মাদ্রাজ হাই কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন মহম্মদ রিজভি নামে এক উকিল। এই ধরনের অ্যাপে টাকা খুইয়ে রাজ্যের বেশ কয়েকজন তরুণ পরপর আত্মহত্যা করেন। আর সেকারণেই মামলা দায়ের করেন রিজভি। সেই মামলার শুনানিতেই নিজেদের পর্যবেক্ষণে বিচারপতিদের বেঞ্চ বলে, এই ধরনের অ্যাপগুলোতে চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালসের মতো দলের নাম রয়েছে। এরা কী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। এরপরই এই অ্যাপগুলোর মালিককে নোটিস পাঠানোর কথা বলে আদালত। পাশাপাশি এগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বিরাট—সৌরভদের মতো তারকাদের কাছ থেকেও জবাব চাওয়া হয়েছে।

যদিও এই প্রথম নয়, এর আগে গত আগস্ট মাসেও বিরাটের বিরুদ্ধে এভাবে অনলাইন ক্রিকেট বেটিং অ্যাপগুলোর প্রমোশন করার জন্য মামলা দায়ের হয়েছিল।

এদিকে, বিরাট যে অ্যাপটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, সেই মোবাইল প্রিমিয়র লিগ বা এমপিএল'কেই আবার তিন বছরের জন্য ভারতীয় দলের 'জ্মদ্মথন্ত্রন ছদ্মদ্রদ্রন্দ্র' হিসেবে বেছে নিয়েছে।

বাইশ গজের লড়াইয়ের মতোই প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ফ্যান্টাসি ক্রিকেট।

বাড়ি বসে মগজ খাটিয়ে দল সাজাতে পারলেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় টাকা। এ নিয়ে বিজ্ঞাপনেরও ছড়াছড়ি। বিরাট কোহলি থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি, একাধিক অভিনেতা---অভিনেত্রীও এ ধরনের অনলাইন ক্রিকেট বেটিং অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। তাই অ্যাপগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছে দ্রুত। দেশের বহু ক্রিকেটপ্রেমী এই অ্যাপগুলোকে পছন্দ করেন।

সৌরভ বলেছিলেন চোট রয়েছে, চমকে দিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন রোহিত শর্মা

দুবাই ঃ চোটের জন্য এবারের আইপিএল-এ কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দলেও তাঁকে রাখা হয়নি। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও জানান, রোহিত এই মুহূর্তে আহত। কিন্তু তার কয়েকঘণ্টা পরেই সবাইকে অবাক করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পড়লেন রোহিত। তিনি অবশ্য এই ম্যাচে ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি। মাত্র ৪ রান করেই আউট হন মুম্বইয়ের অধিনায়ক। তাঁর দলও এই ম্যাচ জিততে পারেনি।

এই ম্যাচের কয়েকঘণ্টা আগেই সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন, 'রোহিত এই মুহূর্তে আহত। না হলে আমরা কেন ওর মতো একজন খেলোয়াড়কে দলের বাইরে রাখব। ও সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। ওর ফিটনেস পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাদের। ও কবে দলে ফিরবে আমি জানি না। ও চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠে নামেনি। আমরা চাই ও সুস্থ হয়ে উঠুক। সেরা খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরানোর দায়িত্ব বিসিসিআই-এর। ও যদি চোট সারিয়ে ফেলে, তাহলে খেলবে।'

সৌরভের এই মন্তব্যের পরেই মাঠে নেমে পড়লেন রোহিত। তাঁর ফিটনেস নিয়ে সমস্যা দেখা যায়নি। আশা করা যায়, প্লে-অফের ম্যাচেও তিনি খেলবেন। ফলে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলে তাঁকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

আবারও আইসিসির কাছে সওয়াল করলেন সচিন

মুম্বাই ঃ আবারও হেলমেট বাধ্যামূলক করার জন্য আইসিসির কাছে সওয়াল করলেন সচিন তেন্ডুলকর। মঙ্গলবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করার সময় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটার ধবল কুলার্নির মাথায় বল লাগে।

রান নেওয়ার সময় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এক ফিল্ডারের ছোঁড়া বল সরাসরি ধবল কুলকার্নির মাথায় লাগে। হেলমেট থাকার জন্য বড়সড় আঘাতের হাত থেকে রক্ষা পান তিনি। এই ঘটনা দেখার পরই টুইট করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সচিন তেন্ডুলকর। তিনি লেখেন ''কেন হেলমেট বাধ্যতামূলক করা উচিত আবারও সেটার একটা উদাহরণ দেখলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমার বন্ধু ধবল কুলকার্নি হেলমেট পড়ায় রক্ষা পেল।''

মঙ্গলবার দুপুরেই আইসিসির গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে হেলমেট বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন লিটল মাস্টার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিজয় শঙ্কর ব্যাটিং করার সময় রান নিতে গিয়ে মাথায় বলের আঘাত পান।

তারপরই সচিন তেন্ডুলকর টুইটে লিখেছিলেন, ''ক্রিকেট আগের চেয়ে অনেক ফাস্ট হচ্ছে। কিন্তু সেটা কি সেফ হচ্ছে? সম্প্রতি এমন এক ঘটনার সাক্ষী থাকলাম আমরা যা খারাপ হতে পারত। স্পিনার হোক কিংবা পেসার, সমস্ত ব্যাটসম্যানদের হেলমেট পড়তে বাধ্যতামূলক করা উচিত। আইসিসির কাছে আমার অনুরোধ তারা এই বিষয়টিকে জোর দিক।''

সচিনের টুইটের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ব্যাটিং করার সময় রান নিতে গিয়ে মাথায় বলের আঘাত লাগে ধবল কুলকার্নির। হেলমেট বাধ্যতামূলক করতে আইসিসির কাছে তাই ফের সওয়াল করেন লিটল মাস্টার।

অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর ক্ষমতা আছে ভারতের: সৌরভ গাঙ্গুলি

নয়াদিল্লি ঃ আইপিএল শেষে আড়াই মাসের অস্ট্রেলিয়া সফরে উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। তিনটি ওয়ান ডে, তিনটি টি-টোয়েন্টি এবং চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বিরাট কোহলির দল। শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছিল কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি। এবার কঠিন সিরিজ অপেক্ষা করছে ভারতীয় দলের জন্য। তবে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর ক্ষমতা রাখে টিম ইন্ডিয়া। জানালেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি।

ভারতের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, 'নিজেদের কন্ডিশনে অস্ট্রেলিয়া ভয়ঙ্কর দল। ওদের দলে স্মিথ, ওয়ার্নার, লাবুশানের মতো সেরা ব্যাটসম্যানরা রয়েছে। আগেরবারের সফরে স্মিথ-ওয়ার্নার ছিল না। কিন্তু এবার তারা দলে থাকায় অজিদের শক্তি অনেকটা বেড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণ শক্তিশালী। ভারতের জন্য কঠিন সিরিজ হবে। তবে অস্ট্রেলিয়া যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদেরকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। ভারতের লড়াই করার ক্ষমতা আছে। তাই এই সিরিজে বেশ লড়াই হবে।'

ভারতের ব্যাটিং নিয়ে একটু হলেও চিন্তা রয়েছে সৌরভের। কারণ ভারতের বোলিং লাইন বেশ শক্তিশালী বলেই মনে করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাঁর মতে,'ভারতের ব্যাটসম্যানদের বড় বড় ইনিংস খেলতে হবে। যারা ভালো ব্যাট করবে তারাই সিরিজ জিতবে। ভারতের ব্যাটসম্যানদের বড় রান করতে হবে।

ভারতের বোলিংয়ে ভারসাম্য রয়েছে। বুমরাহ, শামিরা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের পরীক্ষা নেবে।'

বিরাট মন্ত্রেই জ্বলে উঠলেন শাহবাজ

দুবাই ঃ বিরাট মন্ত্রেই সাফল্য শাহবাজ আহমেদের। সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অনবদ্য বোলিং করেছেন বাংলার শাহবাজ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিখর ধাওয়ান আর শ্রেয়স আইয়ারকে উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আরসিবি ম্যাচ হারলেও শাহবাজের আঁটোসাঁটো আর বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়েই দিল্লিকে ম্যাচ জিততে বেগ পেতে হয়েছিল। নেট রান রেটেও কেকেআরের চেয়ে এগিয়ে থেকে প্লে অফে জায়গা করে নিয়েছে কোহলির দল। তবে যে গতিতে দিল্লি ক্যাপিটালস রান তাড়া করছিল তাতে হয়তো প্লে অফে উঠতেই পারত না আরসিবি। হাইভোল্টেজ ম্যাচে সুযোগ পেয়েই সেটাকে কাজে লাগিয়েছেন শাহবাজ। ম্যাচের আগে শাহবাজকে ঠিক কি বলেছিলেন ক্যাপ্টেন কোহলি? ক্লাব ক্রিকেটে শাহবাজকে তুলে আনার কারিগর পার্থ চৌধুরী সেটাই খোলসা করলেন। ম্যাচের পর নিয়ম করেই তপন মেমোরিয়ালের কোচের সাথে কথা হয় শাহবাজের। বাংলার অলরাউন্ডার জানান, ''খেলা শুরুর আগে বিরাট বলেছিলেন এটাই তোমার শেষ সুযোগ। এই ম্যাচেই তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে।'' চ্যালেঞ্জটা নিয়েই মাঠে নেমে নিজেকে প্রমাণ করেন শাহবাজ। বিরাট কোহলি এটাও বলেন, ''তোমার কোন বলটা ভেতরে ঢোকে আর কোন বলটা বাইরে যায় সেটা ব্যাটসম্যানদের পক্ষে বোঝা মুসকিল। সেটাকেই আজ কাজে লাগাও।'' বিরাট কোহলির কথাতেই উজ্জীবিত হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ম্যাচ শেষে শাহবাজের পিঠও চাপড়ে দেন কোহলি। ধাওয়ানের উইকেটটাই আইপিএল কেরিয়ারে শাহবাজের প্রথম উইকেট। এরপর দিল্লির অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের উইকেটও আসে এই তরুণ ক্রিকেটারের ঝুলিতে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে স্টিভ স্মিথের অসাধারণ ক্যাচ নিয়েছিলেন শাহবাজ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER(ABRIDGED) No e-14/AGRI/EE/MECH/2020-21

Separate sealed e-E.0.1 are invited by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical division, Department of Agriculture & F.W, Matripalli, Badharghat on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for "Empanelment of vendor (Model specific) to sell "Foxtail Millet De-husker" (2nd - a.II)., up to 03.00 P.M on 20/11/2020.
Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with 0/o the undersigned if desired.

(S.K. Malakar)
Excutive Engineer (Mech.),
Deptt. of Agriculture & FW,
Matripalli, Badharghat

ICA/C-2001/2020-21

Press Tender Notice No. 15/EE /PWD(R&B)/STB/2020-2021 dated, 22-10-2020

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from the owner or enlisted contractors / Firms / Agencies / Manufacturers / Bonafied Suppliers / Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and P&T for hiring of Maruti Van (OMNI)/ Maruti (Eeco) FORM- 8(Ei,ght) (Modified) for the following work:
1) Hiring of Maruti Ecco (Model not earlier than 2014) for the office of the SDO, PWD(R&B) Santirbazar Sub-Division, Santirbazar, South Tripura during the year 2020-21 (period for 276 days) Excluding Government holidays. Estimated Cost:- Rs. 3,33,960.00
2) Mtc. of different roads under Baikhora PWD(R&B), Sub-Division/SH: Hiring of Maruti Van (Omni /Eeco) (Model not earlier than 2011) for the office of the SDO, PWD(R&B) Baikhora Sub- Division, Baikhora, South for l(One) Year(riCall). Estimated Cost:- Rs. 2,97,216.00

(Er. Tapas Maraik)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division Santirbazar
South Tripura.

ICA/C-1998/2020-21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 13/EE/DD/PWD(R&B)/2020-21. Dated 02.11.2020

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other_State PWD up to 3.00 P.M. on 23.11.2020 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY COST OF TENDER FORM	TIME FOR COMPLETION
1	Mtc. of PWD road under Dharmanagar Sub-Division during the year 2020-21 / SH. Construction of road side drain from Sakaibari Maszid to Sakaibari Nursing Home under Sakaibari GP.(Gr. No.-I). DNIT.No. 36 /EE/DD/PWD(R&B)/202-2).	Rs.4,85,069.00	Rs.4,851.00 Rs.1000.00	45 (Fourty five) Days

Other necessary detailed information an be seen in the Division office from 11.00 AM to 4.00 PM during office hours on all working days between 02 11-2020 to 21-02-2020.

(Er. S. Chakma)
Executive Engineer Dharmanagar
Division, PWD(R&B)
Dharmanagar, North Tripura.

ICA/C-1995/2020-21

আইটিআই-এ শূণ্য আসনে ভর্তি প্রক্রিয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি

(https://itiadmission.tripura.gov.in/)

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ আইটিআই-এ ২০২০ সালের শিক্ষা বর্ষের শূণ্য আসনের ভর্তি প্রক্রিয়ার আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যধারার সময় সীমা নিম্নে দেওয়া অনুক্রম অনুযায়ী বর্ধিত করা হচ্ছে।

Period extended for submission of online application by candidates	Up to 10/11/2020
Period extended for verification of credentials in verification centres	Up to 11/11/2020
Publication of Merit List	11/11/2020
Seat Allotment for PwD candidates	11/11/2020
Admission of PwD candidates in respective Govt. ITIs	12/11/2020
Online seat allotment (Other Candidates)	13/11/2020
Admission of Candidates in respective Govt. ITIs	16/11/2020 to 20/11/2020

বিদ্র - ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের ১https://itiadmission.tripura.gov.in ওয়েব পোর্টালে অনলাইন আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পূর্বে প্রকাশিত ভর্তির নিয়মাবলী অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছ।

অধিকর্তা
শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-796/2020-21

F-. 20 (01)/NP/KMP/Vol-2/2018/ Date /10/2020

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. -17/NP/EO/KMP/2020-21.

The Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F/TRI/7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC and other State PWD up to 3.00 p.m. on 251" November 2020 for the following works. The tender can be dropped into the specific tender box kept in the office chamber of the undersigned. The tender will be opened on 25" November 2020 at 4.00 PM, if possible. The intended tenderers are requested to remain present in the opening of tenders as per schedule If the last date of dropping tender remain closed / paralyzed due to un-avoidable circumstances, the dropping and opening date of tender will automatically be extended up to the same time of next working day.

Sl. No.	Name of Work.	Estimated Cost.	Earnest Money.	Last Dt. Of Application . Received	Date of Dropping	Time for completion
1	2	3	4			6
1	Infrastructure Development of Community center Constructed in the Kamaleswari Kalibari under Kamalpur Panchayat W No. 03 during the year 2020-21 DNIT No- 120/NP/EO/KMP/BUEP /2020 -21.	Rs.4,15,922/-	Rs.5,000/-	16/11/2020 to 21/11/2020	25/11/2020	90(Ninety) Days.
2	Construction of pucca drain from the culvert (Pintu Sharma) towards south beside Hrishipara Road at Ward No. 02 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2020-21 DNIT No- 121/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 97,071/-	Rs. 1,000/-			30(Thirty) Days.
3	Construction of pucca retaining wall i/c necessary earth filling near the Bhagat Singha Choumohani at Ward No. 09 under Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2020-21 DNIT No- 122/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,84,696/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
4	Construction of Brick Soling Link Road i/c Pucca Drain with Cover Slab from K-M Road towards the house of Anupam Datta at ward No 1 of Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai/Tripura, During the year 2020-21 DNIT No- 123/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,84,606/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
5	Construction of RCC Road from Hrishipara towards Gopal Debnath via Biplab Goswami at Ward No. 01 of Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai Tripura the year 2020-21. DNIT No- 124/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,83,109/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
6	Levelling & mechanical earth filling of Netaji Choumoni ground at Ward No. 04 of Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 125/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 96,940/-	Rs. 1,000/-			30(Thirty) Days.
7	Mechanical earth filling of East Shabdakar Para AWC field at ward No. 09 Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai Tripura, During the year 202021. DNIT No- 126/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 96,940	Rs.1,000/-			30(Thirty) Days.
8	Construction of earthen road from KA road towards HKL Till a via Shidhangshu Das at ward No. 11 of Kamalpur Nagar Panchayta Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 127/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,96,736/-	Rs. 2,000/-			60(Sixty) Days.
9	Construction of pucca drain with RCC Slab Road from embankment towards KA Road via PWD office ward No-06 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 128/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,85,436/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
10	Construction of Brick Soling Link Road from embankment to Rudreshwar Das AWC i/c Mechanical earth filling in the field of AWC at ward No-09 of Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 129/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,93,900/-	Rs. 2,000/-			60(Sixty) Days.
11	Special Cleaning of Major Chennel from KK Road culvert point towards Malayamath near Sandipan Paul & P. Sinha W/01 under Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura during the year 2020-21. DNIT No- 130/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 60,345/-	Rs. 1,000/-			30(Thirty) Days.
12	Construction of CC Floor of Community Centre at Gopal Ashram of Ward -07 of Kamalpur Nagar Panchayat during the year 2020-21. DNIT No- 131/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,27,637/-	Rs. 1,500/-			60(Sixty) Days.
13	Re-soling of brick soled public ling roads near the house of Ramjan Mia & Apanjan Club of ward No. 05 under Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 132/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,93,900/-	Rs. 2,000/-			60(Sixty) Days.
14	Construction of Brick Soling Road beside the public link road eastern side of the Court Quarters Complex at ward No.01 of Kamalpur Nagar Panchayat Dhalai, Tripura, During the year 2020-21. DNIT No- 133/NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,93,900/-	Rs. 2,000/-			60(Sixty) Days.
15	Construction of Brick Soling link Road I/C Pucca Drain with Cover Slab from KA Road towards Embankment via the house of Er. Himangshu Debnath at ward No. 06 of Kamalpur Panchayat Dhalai Tripura, during the year 2020-21 DNIT No- 134 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,99,127/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
16	Construction of Verandha of the Community Centre near Prasanta Sinha Rupashpur w/1 of Kamalpur Nagar Panchayat during the year 2020-21. DNIT No- 135 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,85,157/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
17	Construction of pucca drain at Ward No-1 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, during the year 2020-21 (Location near Abhijit Sinha towards Pintu Sharma. DNIT No- 136 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 4,85,314/-	Rs. 5,000/-			90(Ninety) Days.
18	Renovation/Mtc. & Repairing of all Market Stalls of Fulchari Bazar Ward No. -08 under Kamalpur NP, Dhalai Tripura during the year 2020-21. DNIT No- 137 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 3,56,836/-	Rs. 4,000/-			90(Ninety) Days.
19	Construction of Bricking Road i/c Earth Filling near Shanti Deb of Dear Club ward No 07 of Kamalpur Nagar Panchayta Dhalai Tripura during the 2020-21. DNIT No- 138 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 81,889/-	Rs.1,000/-			30(Thirty) Days.
20	Re-construction of Pucca drain at east side of KK road from Kalibari Rd to Mahapalraban RD at ward No – 02 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, during the year 2020-21. DNIT No- 139 /NP/EO/KMP/15th. Finc. /2020 -21.	Rs. 1,94,151/-	Rs. 2,000/-			60(Sixty) Days.

Earnest money in the shape of "Deposit-at-Call" or Demand Draft, of a scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in favour of the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, must be submitted along with the tender. Earnest money in any other form will not be accepted. Application for purchase of the Tender Form, separately for each work, will be accepted in any working day up to 21' November 2020 and the original documentary proof of registration of the firm valid labour license, GST clearance certificate, pan card, experience certificate and application must be incorporated with attested copies of the same. Tender Form will be issued to the successful applicant on payment of 10001- (Rupees One thousand) only for SL No. 11 in Rupees 500/- (Rupees Five Hundred) only cash (Non-refundable) (Ref. No. F. 8(5)-PWD(C)/2012, dt. 25.03.2014, w.e.f. 01.04.2014) for each work from 16"' November, 2020 during office hours. Details of tender Notice, appropriate PWD format can be seen in the office of the Executive Officer Nagar Panchayat, Kamalpur.

For & on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Officer
Nagar Panchayat Kamalpur,
Dhalai, Tripura.

ICA/C-1992/2020-21

P'NIe-T NO :- 28/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21, Dated 31-10-2020

Online percentage rate e-tender in 2(two) bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Deadline for online biding	Time, date of Pre-Bid Meeting	Place, Time & date of opening of Technical bid	Website for online biding	Place, Time and date for opening of online price bid	Class of Bidder	Cost of tender paper
	JJM scheme/Retrofitting of JJM scheme/Different water supply scheme under Gomati District/SH: Construction of 12(twelve) Nos. Deep Tube Wells with Contractor's high capacity direct rotary drilling rig and other machineries, equipments under various programmes including providing of ERW pipes, pea-gravels etc. in Gomati District of Tripura State during the year 2020-21 (Gr-II). D'NIe-T No. : 08/CE/PWD (DWS)/2020-21	₹3,93,87,939.31	₹3,93,879.00	365(three hundred & sixty-five) days	Up to 15.00 Hrs on 23-11-2020	At 12.00 Hrs on 16-11-2020	Up to 15.30 Hrs on 23-11-2020 Office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur, Gomati District, Tripura	https://tripuratenders.gov.in	Will be notified later on	Appropriate Class / category as per NIe-T	₹5,000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact :-+91 9774452561 and email: eedwsudaipur@yahoo.com

For and on behalf of Governor of Tripura.
Executive Engineer
DWS Division, Udaipur, Gomati
District, Tripura

ICA/C-2004/2020-21

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৩৫৭ জনের, আক্রান্ত বেড়ে ২.৪৪ লক্ষ

হায়দরাবাদ, ৪ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-২,৪৪,১৪৩ লক্ষ এবং ১,৩৫৭।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৮,১০০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তেলেঙ্গানায় ৪৫,৫২৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার সফল, সুস্থ আছেন ফুটবল কিংবদন্তী মারাদোনা

বুয়েনস আয়ার্স, ৪ নভেম্বর (হি.স.): অবশেষে দুঃশ্চিন্তা কাটল। মস্তিষ্কের সফল অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন ফুটবল কিংবদন্তী দিয়েগো মারাদোনা। মারাদোনার স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে ছিলেন তাঁর ভক্তরা। এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, বুয়েনস আয়ার্সের প্রাইভেট ক্লিনিকের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ভক্তরা। প্রত্যেককে আশ্বস্ত করে চিকিৎসক লিওপোলডো লুকে জানিয়েছেন, "মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে যাওয়া রক্ত সরাতে সক্ষম হয়েছি আমরা, দিয়েগো অস্ত্রোপচারের পর ভালো আছেন। আপাতত তিনি পর্যবেক্ষণে থাকবেন।"

মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় বুয়েনস আয়ার্সের প্রাইভেট ক্লিনিকে (ওলিভোস ক্লিনিক) ভর্তি করতে হয়েছিল মারাদোনাকে। জরুরি ভিত্তিতে হওয়া সেই অস্ত্রোপচার সফলের পর মারাদোনার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা যাচ্ছে। মারাদোনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তথা নিউরোসার্জেন লিওপোলডো লুকে জানিয়েছেন, দিয়েগোর হেমাটোমা (রক্ত জমাট বাঁধা অঞ্চল) সফলভাবে অস্ত্রোপচার করে বের করা গিয়েছে। ঘণ্টাখানেক কিছুটা বেশি সময় ধরে চলে অস্ত্রোপচার। সফল অস্ত্রোপচারের পর আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মারাদোনা।

জরুরি অবস্থার দিন গুলি মনে পড়ে যাচ্ছে প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর বাসভবনে মুম্বই পুলিশের হানা, তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের নিগ্রহ এবং জোর করে আটক করার ঘটনাকে তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনা জরুরি অবস্থার দিন গুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বুধবার সকালে অর্ণব গোস্বামীর বাসভবনে হানা দেয় মুম্বই পুলিশের একটি টিম। অন্তত ১০ জন পুলিশ কর্মী অর্ণবের বাসভবনে ঢুকে পড়েন। অর্ণবের অভিযোগ, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি, ছেলে এবং স্ত্রীর সঙ্গে অভব্যতা করেছে মুম্বই পুলিশ। কার্যত জোর করেই অর্ণবকে আটক করার পর পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় মুম্বই পুলিশ।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

অর্ণবের গ্রেফতারিতে ক্ষুব্ধ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.): দু''বছরের পুরানো একটি আত্মহত্যা মামলায় রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশকে। অভিযোগ, অর্ণবের বাসভবনে ঢুকে তাঁকে নিগ্রহ করেছে মুম্বই পুলিশ। শুধুমাত্র অর্ণব নন, তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গেও অভব্য আচরণ করেছে মুম্বই পুলিশ। সংবাদ মাধ্যমের উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও।

ক্ষুব্ধ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

ক্ষমতার অপব্যবহার আখ্যা দিয়ে বুধবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইটারে লেখেন, কংগ্রেস এবং তাঁদের জোট সঙ্গীরা ফের গণতন্ত্রকে লজ্জিত করল। রিপাবলিক টিভি এবং অর্ণব গোস্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর আক্রমণ করা হল। আমাদের জরুরি অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ :

অর্ণবের গ্রেফতারির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। টুইট করে আইনমন্ত্রী লিখেছেন, একজন সিনিয়র সাংবাদিককে গ্রেফতার করা নিন্দনীয়, অযৌক্তিক এবং উদ্বেগজনক। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করার সময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষেও লড়াই করেছিলাম আমরা।...তিনি প্রশ্ন করছিলেন, তাই পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হল। আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, ৫৩ বছরের এক ইন্টেরিয়র ডিজাইনারকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ অর্ণবের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের বাসভবন থেকে আটক করা হয় অর্ণবকে, পরে তাঁকে গ্রেফতার করে আলিবগ থানার পুলিশ। অর্ণব জানিয়েছেন, আলিবগ থানায় নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁকে মারধরও করেছে পুলিশ। ২০১৮-র মে মাসে আত্মহত্যা করেন ৫৩ বছরের ইন্টিরিয়র ডিডাইনার অন্বয় নাইক ও তাঁর মা কুমুদ নাইক। তাঁর লেখা সুইসাইড নোটে অর্ণব গোস্বামী-সহ ২ জনের নাম ছিল। তাঁরা হলেন ফিরোজ শেখ ও নীতেশ সারদা। তাঁরা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেননি বলে নোটে অভিযোগ তুলেছিলেন অন্বয়। পাওনা টাকা না দেওয়ার জেরে আর্থিক সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি। অন্বয় কনকর্ড ডিজাইনার প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। রিপাবলিক টিভির হয়ে কাজও করেছিল অন্বয়ের সংস্থা। অন্বয়ের মৃত্যুর পর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার একটি মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯-এ সেই মামলা বন্ধ করে দেয় রাইগড় পুলিশ। কিন্তু ২০২০-র মে মাসে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ জানান, অন্বয়ের মেয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন রিপাবলিক টিভির টাকা না দেওয়ার বিষয়টি আলিবগ পুলিশ ঠিক মতো তদন্ত করেনি। এরপরই ওই মামলার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রশাসনিক হানাদারি

মূল্যবৃদ্ধি ঃ আগরতলার বিভিন্ন বাজারে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। আলু পেঁয়াজ সবজি ফল সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে সদর মহকুমা প্রশাসনের এনফোর্সমেন্ট বাহিনী রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার হাটে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বুধবার আগরতলা শহরের মট চৌমুহনী বাজারে তল্লাশি অভিযান চালায় এনফর্সমেন্ট বাহিনী। তল্লাশি চালানোর সময় বিভিন্ন সবজি বাজারে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এনফর্সমেন্ট বাহিনীর কর্মকর্তারা।তবে আজ কোনো ব্যবসায়ীকে জরিমানা বা দোকানপাট বন্ধ করার খবর নেই। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আলো পেঁয়াজসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন বাজার হাটে তল্লাশি অভিযান চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।এ ধরনের তৎপরতা চালানোর পরে বাজার হাটে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে।তবে বাজার হাটে আলুর কেজি ৫০ টাকা এবং প্রায় ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ব্যবসায়ীরা জানান তারা বেশি দামে ক্রয় করেন স্বাভাবিক কারণেই বেশি দামে বিক্রি করতে বাধ্য। পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে তারা জানান বহি রাজ্য থেকে যখন তারা এসব জিনিসপত্র আমদানি করছেন তখন অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হচ্ছে। চড়া মূল্যে ক্রয় করার ফলে তারা অধিক মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের দাবির তারা কোন ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে চাইছেন না। আলু পিয়াজ এর আমদানিতে ঘাটতির কারণে এ ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে বলে তারা দাবি করেছেন। শুধু আলু পেঁয়াজের ক্ষেত্রে নয় সবজি বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেশি। এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে ব্যবসায়ীরা জানান এই মরশুমে সবজির ফলন খুবই কম। তাছাড়া বৃষ্টিপাতের ফলে সবজি ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে বাজারে সবজির আমদানি কম।স্বাভাবিক কারণেই সবজির দাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।বিক্রেতাদের এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই বলেও তারা দাবি করেছেন। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারাও এসব বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তাদের দাবির যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

খোয়াইয়ে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। খোয়াই তাত চৌমুহনী এবং কৈলাশহর থানারর নাকের ডগায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় খোয়াইয়ের তাত চৌমুহনী এলাকায় একটি মুদির দোকানে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।দোকান থেকে নগদ টাকা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সহ লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোকজনদের সংযোগ থাকতে পারে। বুধবার সকালে দোকানের মালিক দোকানে গিয়ে লক্ষ করেন দোকানের দরজা তালা ভাঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি ক্ষয় থানার পুলিশকে জানান।

পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। এদিকে কৈলাশহর থানা নাকের ডগায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।কৈলাশহর মাছ বাজার এলাকার একটি দোকানে হানা দিয়ে চোরের দল প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এক্ষেত্রেও চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারে কোন সংবাদ নেই।থানার নাকের ডগায় চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

অমরপুর ও যাত্রাপুরে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। অমরপুর এবং যাত্রাপুর থানা এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাজার যারা ধ্বংস করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেঅমরপুরের সরবন এলাকায় সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ গাজা বিরোধী অভিযানে বের হয়। অভিযান চালিয়ে সর্বং এলাকায় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা চারা ধ্বংস করা হয়েছে। গাজা খেত ধ্বংস করা সম্ভব হলেও গাজা চাষীদের আটক করা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে ওই সব এলাকায় আরও গাঁজা চাষ হচ্ছে।ওসব বেআইনি চাষ বন্ধ করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে সিপাহী জলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশ নিদয়া এলাকায় সাতটি গাজা বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেনিদয়া এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে যাত্রাপুর থানার পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নিদয়া এলাকায় অভিযানে যায়।অভিযান চালাতে গিয়ে সাতটি গাজা বাগান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।সাতটি গাজা বাগান ধ্বংস করা সম্ভব হলেও গাজা চাষীদের আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।তবে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যে গাঁজা চাষ বেআইনি ঘোষণা করা হলেও একাংশের মানুষজন অধিক মুনাফার লোভে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করে চলেছে। এইসব গাজা রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে।রাজ্যের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা গুলি গাঁজা চাষের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ট্রাম্পকে টপকে এগিয়ে বাইডেন ওহাইও-তে জয়ী ডোনাল্ড

ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর (হি.স.): জো বাইডেনের বাজিমাত, নাকি ফের হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে এখনও। ভোটগণনা প্রায় শেষের পথে। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ইদাহো, নেবরাস্কা, মিসৌরি, উতাহ, কানসাস, সাউথ ক্যারোলিনা, লুসিয়ানা, নর্থ ও সাউথ ডাকোটা, আলাবামা, মিসিসিপি, আরকানসাস, টেনেসি, ওকলাহামা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, কেন্তস্কি, ইন্ডিয়ানা, ওহাইও-তে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ভেরমোন্ট, ভার্জিনিয়া, কলাম্বিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস, ডেলাওয়ের, নিউ জার্সি, কানেটিকাট, ইলিওনিস, রহডে আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ওয়াশিংটনে জয়ী হয়েছেন।

এই মুহূর্তে হোয়াইট হাউসের লড়াইয়ে ট্রাম্পকে টপকে এগিয়ে রয়েছেন বাইডেন। বাইডেন এই মুহূর্তে ২২৩ আসন পেয়েছেন, ট্রাম্প পেয়েছেন ১৪৫। যদিও এ দিন ফল ঘোষণা শুরুর দিকে ট্রাম্প টুইটারে লিখেছিলেন, 'সারা দেশেই সত্যিই খুব ভাল ভাবে এগোচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ'। আমেরিকায় মোট ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট। জয়ের জন্য প্রয়োজন ২৭০টি ভোট।

এবারে প্রেসক্লাব নির্বাচনে ব্যক্তিগত কুৎসা ও অপপ্রচারের নিন্দা জানালেন সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বি প্রার্থীরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন জোরদার। এরই মাঝে স্যোশাল মিডিয়াতে চলছে ব্যক্তি আক্রমণ। এইবারের নির্বাচনের বেশকিছু ব্যতিক্রমি বিষয় নজরে আসছে। এই ব্যাপারে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার উদ্বেগের সাথে জানিয়েছেন, এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্যোশাল মিডিয়াতে ব্যক্তি আক্রমণ করা হচ্ছে। তাছাড়া নানা ধরনের অপপ্রচারও করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইতিপূর্বে এই ধরনের কোন ঘটনা নজরে আসেনি। তবে, এবারের নির্বাচনে ভোট হবে উৎসবের মেজাজে। নির্বাচনকে ঘিরে সাংবাদিকদের মধ্যেও উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আগরতলা প্রেসক্লাব গত দুই বছরে সাংবাদিকদের স্বার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ক্যান্টিন ব্যবস্থা, সাংবাদিকদের পেনশনের টাকা বৃদ্ধি, প্রেসক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন। তাছাড়া যেখানে যেখানে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন সেখানেই প্রেসক্লাব প্রতিবাদী হয়েছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, আগামীদিনে আগরতলা প্রেসক্লাব হবে সাংবাদিকদের 'সেকেন্ড হোম'।

গন্ডাছড়ায় বিজেপির বুথ সভা আনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ নভেম্বর।। সিপিএম বর্জন, এডিসির উন্নয়ন এই স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এডিসির নির্বাচনিক ক্ষেত্র আট নং গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া ৪৪/১ নং বুথ কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ ভিত্তিক ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মন্ডলের জনজাতি মোর্চার সভাপতি মধু কুমার ত্রিপুরা সহ ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য কার্যকর্তাগন। বক্তারা আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গড়ার ডাক দেয়।

প্রয়াত বন বিহারী সাহার স্মরণ সভা গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ নভেম্বর।। প্রয়াত বন বিহারী সাহার স্মরণে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে হল সভার আয়োজন করা হয়। এই দিন পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা অফিসে আয়োজিত হল সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ জিতেন চৌধুরী, পার্টির ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তী, গন্ডাছড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনার আবহে হতাশ মাটির প্রদীপ শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ নভেম্বর।। আলোর উৎসব দীপাবলি আসন্ন।গ্রাম থেকে পাহাড় সকলেই মেতে উঠবে অনাবিল আনন্দে। অন্ধকারের গ্লানি ভুলে আলোয় উদ্ভাসিত হবে সমগ্র দেশ। যদিও এ বছর করুণা আবহে দীপাবলীর প্রস্তুতিতে বেশ প্রভাব ফেলছে। তারপরও সর্বত্র প্রস্তুতি তুঙ্গে। দীপাবলি উৎসব তথা আলোর উৎসব, রং বাহারি নানা প্রকার ইলেকট্রনিক লাইট বাজারে এলেও বর্তমান যুগে গ্রাম বাংলা সহ শহরতলীতে হারিয়ে যায়নি মাটির প্রদীপের কদর।

এখনো মৃৎ শিল্পীদের তৈরি মাটির প্রদীপের কদর রয়েছে প্রচুর। যাদের নিপুণ হাতে তৈরি হয় মাটির প্রদীপ সেই প্রদীপ শিল্পীরা কেমন আছেন তা জানতে আমাদের প্রতিনিধি ছুটে গিয়েছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড তথা পাল পাড়ায়। আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছিল ২ নং ওয়ার্ডের ধীরেন্দ্র রুদ্র পালের বাড়িতে। আমাদের প্রতিনিধিকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন - প্রদীপ দেখতে এসেছেন? আসুন আসুন। তিনি জানান অন্যান্য বছর দশ থেকে বারো হাজার প্রদীপ তৈরি করতাম কিন্তু এবছর করুনার জন্য মাত্র দু''তিন হাজার প্রদীপ তৈরি করেছি। কিন্তু যে প্রদীপ গুলি তৈরি করেছি সেগুলি বাজারে বিক্রি করতে পারবো কিনা তা নিয়ে কিন্তু একটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তিনি জানান এই এলাকার প্রায় ২০ জন মৃৎশিল্পী রয়েছে।

পরবর্তীতে আমাদের প্রতিনিধি ছুটে গিয়েছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমার তুসিন্দ্রায় এলাকায় খোকন রুদ্র পালের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল খোকন বাবু আপন মনে বসে নিজ ঘরের বারান্দায় মাটির প্রদীপ তৈরিতে ব্যাস্ত। তিনি জানান আগে মাটির প্রদীপের চাহিদা ছিল অনেক। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে ও মানুষের চাহিদার তাগিদে বাজারে বর্তমানে নিত্য-নতুন বাহারি রং -বেরঙ্গের লাইট আশায় প্রদীপের চাহিদা আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। তবে প্রদীপ তৈরি এখনো করে যান গ্রাম বাংলার মৃৎ শিল্পীরা। তিনি আরো জানান যে পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু এই শিল্পের প্রতি তেমন উৎসাহ দেখায় না। কারণ এই কাজে তৃপ্তি আনলেও দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই কাজ করে সংসার প্রতিপালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।সরকারি যদি কোনো সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য দেওয়া হতো তবে তারা একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারতো।

আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা তারপরই আলোর উৎসব দীপাবলি। তাদের হাতের নিপুন ছোঁয়ায় প্রস্তুতকৃত প্রদীপের আলোর রোশনাই আলোকিত হোক সকলের জীবন চাইছেন মৃৎ শিল্পীরা।

তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের সজন পোষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ নভেম্বর।। আইনের রক্ষক যখন আইন ভঙ্গ করে তখন সাধারণ মানুষ কে কেন আইনের ফাঁদে ফেলে টাকা জরিমানা করা। তা একপ্রকার প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয় কি? প্রতিদিনই তেলিয়ামুড়ার থানা বাবুরা কোন না কোন জায়গায় ভেহিকেল চেকআপের নামে হঠাৎ করে বসে যায়। কখনো হেলমেটবিহীন বাইক ধরা তো কখনো ভেহিকেল এর কাগজপত্র কিংবা অন্য কিছুর জন্য চেকআপ করা।

তা অবশ্য আইনের ক্ষেত্রে মানা এক প্রকার সহজ ব্যাপার। কারণ আইন আইনের পথে চলবে ট্রাফিক ব্যবস্থা কে নিয়ন্ত্রণ করতে এই ধরনের পদক্ষেপ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আইনের লোক যখন বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে পুলিশ বাবুদের সামনে দিয়েই অনায়াসে যাতায়াত করে কখন কি উনাদের সঙ্গে অন্য ধরনের আইন ব্যবহারযোগ্য? জানতে চায় তেলিয়ামুড়া বাসী। আজ অর্থাৎ বুধবার বিকেল নাগাদ চাকমা ঘাট সিআরপিএফ ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে ভেহিকেল চেকআপে বসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা। চাকমা ঘাট এলাকার এক জনজাতি যুবক বড় ভাইয়ের বাইক নিয়ে বাজার করতে আসে। তখন থানার পুলিশ বাইকটিকে আটক করে হেলমেট বা অন্যান্য কাগজপত্র থাকলেও তার কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না তাই বাইকটিকে চাকমা ঘাট থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় আটক করে নিয়ে যায়। অপরদিকে দেখা যায় অন্য একটি চিত্র একই রাস্তা ধরে দুজন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কর্মী তেলিয়ামুড়া উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। না ছিলো হেলমেট না ছিল মাস্ক না করা হয় চেকআপ কাগজপত্রের। নিমিষেই ছেড়ে দেওয়া হয় ওই দুই পুলিশকর্মীকে। তাদের যদি এইভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ওই যুবকের বাইকটি কেন ধরে নিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে পুলিশ কর্তাবাবু জানায় তাদের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাহলে কেন এই দুই পুলিশকর্মীর বাইকটি আটক করে ওই গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হলো না। তেমনি আরো কিছু অনেক চিত্র পরিলক্ষিত হয় তেলিয়ামুড়া শহরেও যাদের সঙ্গে পুলিশের দহরম মহরম ভাব তাদের জন্য কিছুই প্রয়োজন হয় না। তখন পুলিশ বাবুরা দেখলেও না দেখার ভান করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে। তেমনি অনেক চিত্র ফুটে ওঠে তেলিয়ামুড়া শহরের ক্ষেত্রেও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।